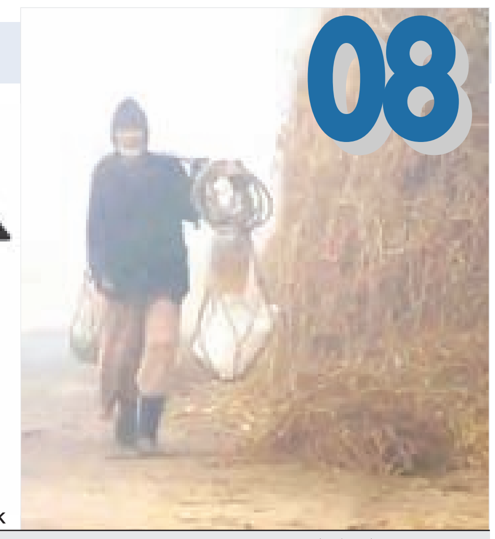

রাঁচি, শনিবার
09:12:2023
web : www.rashtriyakhabar.com

বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
04

Page » 8 Rate » 3 Rupee » Year » 04 Vol »060 »22 Ograhyon 1430 » epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা » ০৮ মূল্য » ৩ টাকা বর্ষ » ০৪ অংক » ০৬০ » « ২২শে, অগ্রহায়ণ ১৪৩০»

'উন্নয়ন চাইলে স্বাধীনতা ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে হবে'

ঢাকাঃ মত প্রকাশের স্বাধীনতা, আইনের শাসন, ন্যায়বিচার ও সমতা নিশ্চিত না হলে উন্নয়ন কখনও টেকসই হয় না। ফলে প্রত্যেক সরকারের উচিত সুশাসন ও আইনের শাসনের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের দিকে নজর দেওয়া। এগুলো নিশ্চিত হলে উন্নয়ন করবে বেসরকারি খাত। কিন্তু দুঃখজনক হলো বেশিরভাগ সরকার উল্টো পথে চলে। তারা উন্নয়নের দিকে বেশি নজর দেয়, সুশাসন বা ন্যায়বিচারের দিকে মনোযোগ কম থাকে। এমনটি মনে করেন যুক্তরাজ্যের অলস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক এস আর ওসমানী। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ (বিআইডিএস) আয়োজিত উন্নয়ন বিষয়ক বার্ষিক সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে 'উন্নয়ন, ন্যায়বিচার এবং স্বাধীনতা' শিরোনামে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন অধ্যাপক ওসমানী। রাজধানীর একটি হোটেলে বৃহস্পতিবার সকালে শুরু হওয়া এই সম্মেলন চলবে তিন দিন।

বাজার দর

SENSEX : 69856.05 +334.36
NIFTY : 20973.45 +72.30

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
22.00 °c	15.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) » 17 .03 টা
সূর্যোদয় (কাল) » 06 .18 টা

গহনার বাজার

সোনা (বিক্রী) 59,900 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 57,050 টাকা./10 গ্রাম
রুপা » 75,400 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

প্রেসিডেনশিয়াল বিতর্কঃ ৪ রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীর মধ্যে তীব্র বাদানুবাদ

আলবামা ঃ বুধবার বছরের চতুর্থ ও চূড়ান্ত প্রেসিডেনশিয়াল বিতর্কে চার রিপাবলিকান প্রার্থী দুই ঘন্টা ধরে তর্ক করেন। বিতর্ক চলাকালীন কখনো কখনো তারা তীব্র বাদানুবাদ করেছেন চিৎকার চেঁচামেচিও করেছেন। আগের তিনদফা বিতর্কের মতো রিপাবলিকান দলের শীর্ষ প্রার্থী হতে আগ্রহী ডনাল্ড ট্রাম্প এবারও অনুপস্থিত ছিলেন। তবে তার অনুপস্থিতি নিউ জার্সির গভর্নর ক্রিস ক্রিস্টিকে প্রাক্তন এই প্রেসিডেন্টের সমালোচনা করা থেকে বিরত রাখতে পারেনি এবং অন্যরা সে রকম সমালোচনা করতে খুবই শঙ্কিত এই অভিযোগও তিনি আনেন। জনমত জরিপে দেখা গেছে, ৯১টি গুরুতর অপরাধের মামলা এবং একটি দেওয়ানি মামলার মুখোমুখি হওয়া সত্ত্বেও ট্রাম্প তার প্রতিদ্বন্দ্বিদের চেয়ে যথেষ্ট এগিয়ে আছেন। যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ ছাড়া ইসরাইলকে যে হামাসের বিরুদ্ধে নিজস্ব যুদ্ধ করতে দেয়া উচিত রিপাবলিকান প্রার্থীরা এ ব্যাপারে সম্মত হন। ইসরাইলে হামাস সন্ত্রাসীদের হামলার দু মাস পার হয়ে গেছে। ফ্লোরিডার গভর্নর রন ডিস্যান্টিস জোর দিয়ে বলেন,এই প্রশাসন ইসরাইলকে আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হতে বাধা দেয়ার চেষ্টা করছে। তিনি দ্বিতীয় হলোকস্ট সংঘটিত করতে চাওয়ায় হামাসের নিন্দা করেছেন। জাতিসংঘের প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত নিকি হ্যালি বলেছেন, আমেরিকা যে ইউক্রেন থেকে ইসরাইলের দিকে তাদের মনোযোগ ফিরিয়েছে সে ব্যাপারে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন রোমাঞ্চিত। নিকি বলেন, তাইওয়ানিরা যে ইউক্রেনীয়দের সাহায্য করতে চায় তার কারণ রয়েছে। কারণ তারা জানে ইউক্রেন জিতলে চীন তাইওয়ানে আক্রমণ করবে না। নিউজ নেশন বিতর্কে ক্রিস্টির কাছে হামাস এবং অন্যান্য জঙ্গিদের হাতে আটক আমেরিকান জিম্মিদের মুক্ত করতে যুক্তরাষ্ট্রের সেনা পাঠাবেন কি না তা জানতে চাওয়া হয়। উত্তরে তিনি বলেন, আপনি একদম ঠিক বলেছেন আমি তাদের নিরাপদে উদ্ধার করার জন্য আমেরিকান সেনাবাহিনীকে সেখানে পাঠাবো। দক্ষিণ সীমান্ত দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে ফেন্টানাইল প্রবেশের বিষয়ে উদ্যোক্তা বিবেক রামাস্বামী বলেন, বাইডেনের জায়গায় তিনি হলে চীনের প্রেসিডেন্টের সাথে তিনি ভিন্ন আলাপ করতেন। তিনি শি জিনপিংকে বলতেন, আপনি এই দেশে কেবল জমি কিনবেন না বা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে দানই করবেন না বরং তিনি আরও বলতেন, চীন মেক্সিকান কার্টেলের জন্য ফেন্টানাইল উৎপাদন বন্ধ না করা পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসা চীনের বাজারে প্রসারিত করা হবে না। ডিস্যান্টিস বলেছেন, তিনি কার্টেলগুলোকে বিদেশী সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে অভিহিত করতে চান। তিনি আরও বলেন, অনুপ্রবেশকে নিরুৎসাহিত করার জন্য তিনি সীমান্তে প্রাচীর নির্মাণ করবেন এবং এর জন্য মেক্সিকোকে অর্থ প্রদান করতে হবে।

"গাজায় এখন নিরাপদ জায়গা পাওয়া যাচ্ছে না"

গাজা ঃ ইসরায়েল এখন দক্ষিণ গাজাও আক্রমণ করছে। ফলে ফিলিস্তিনিদের কাছে নিরাপদ আশ্রয় বলে আর কিছু থাকছে না।

যুদ্ধ শুরুর দুই মাস পর ইসরায়েলের সেনা এবার উত্তরের পর দক্ষিণ গাজাতেও আক্রমণ শানাচ্ছে। আর এই দক্ষিণ গাজাতেই লাখ লাখ ফিলিস্তিনি উত্তর গাজা থেকে পালিয়ে এসেছেন নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে।

তরুণ শিল্পপতি হানা আওয়াদ বলছিলেন, "আমরা এমন একটা পর্যায়ে এসে পৌঁছেছি, যেখানে আমাদের নিরাপত্তা বলে কিছু নেই। আমরা চাকরি হারিয়েছি, পরিবারের সদস্যদের হারিয়েছি, বাড়িঘর হারিয়েছি, এমনকী নিজেদের শহরও হারিয়ে ফেলেছি।" লড়াই শুরুর কিছুদিনের মধ্যেই হানা তার শহর ছেড়ে চলে আসেন।

উত্তর গাজার হাজার হাজার মানুষের মতো হানা ও তার পরিবার মিশর সীমান্তের কাছে রাফাহতে চলে গেছেন। সেই সময় ইসরায়েলের সেনাই জানিয়েছিল, উত্তর গাজা থেকে মানুষ যেন দক্ষিণ গাজার নিরাপদ জায়গায় চলে যান। কিন্তু এখন দক্ষিণ গাজাতেও ইসরায়েল সমানে বোমাবর্ষণ করছে।

ইসরায়েলের সেনা এখন খান ইউনিস শহর ঘিরে অভিযান চালাচ্ছে। শহর থেকে মানুষকে পশ্চিমদিকে বা রাফাহর দক্ষিণে চলে যেতে বলা হচ্ছে। কিন্তু লড়াই বন্ধ করা হচ্ছে না। ইসরায়েলের দাবি, হামাস নেতারা এই শহরেই আছে।

হানা জানিয়ছেন, "রাফাহতে থাকাটাও রীতিমতো চ্যালেঞ্জের কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। খান ইউনিস থেকে দলে দলে মানুষ এখানে আসছেন। ফলে আগে যারা এসেছেন তারা বিপাকে পড়ছেন। গাজার সব জায়গা থেকে রাফাহতে মানুষ আসছে। এখানেও ইসরায়েলের ড্রোনের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। তাই সত্যিকারের কোনো নিরাপদ জায়গা নেই।"

যুদ্ধবিরতির সময় রাফাহ সীমান্ত দিয়ে কিছু মানবিক ত্রাণ এসেছে। কিন্তু তা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। তাই মানুষের ন্যূনতম চাহিদা পূরণ হচ্ছে না।

জাতিসংঘের অফিস ফর দ্য কোঅর্ডিনেশন অফ হিউম্যানিটারিয়ান অ্যাফেয়ার্স (ইউএনওসিএইচএ) জানিয়েছে, গাজার ২২ লাখ মানুষের মধ্যে ১৮ লাখ মানুষ এই যুদ্ধের ফলে মাথার উপর ছাদ হারিয়েছে। অনেকেই দক্ষিণ গাজায় চলে গেছেন। সেখানে জাতিসংঘের আশ্রয়শিবিরে আর ঠাঁই নেই। অনেকে গাড়িতে থাকছেন, আত্মীয়দের সঙ্গে গাদাগাদি করে থাকছেন।

হানা জানিয়েছেন, "খাবার পওয়া যাচ্ছে না। গদি, কম্বল কিছুই নেই। গত দুই দিন ধরে যারা আসছেন, তারা মেঝের উপর নাইলনের শিট বিছিয়ে থাকছেন।"

পেঁয়াজ রপ্তানির ওপর নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ বাড়ালো ভারত

ঢাকা ঃ ২০২৪ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত পেঁয়াজ রপ্তানির ওপর নিষেধাজ্ঞা বাড়িয়েছে ভারত। পেঁয়াজ রপ্তানির ওপর চলমান নিষেধাজ্ঞা শেষ হওয়ার তিন সপ্তাহ আগেই নতুন এই ঘোষণা দিয়েছে দেশটি।

ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য অধিদপ্তরের এক প্রজ্ঞাপনে এ সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়।

দেশটির অভ্যন্তরীণ বাজারে পেঁয়াজের দাম নিয়ন্ত্রণ ও সরবরাহ স্বাভাবিক রাখতে আগামী বছরের মার্চ পর্যন্ত পেঁয়াজ রপ্তানি বন্ধ রাখার সিধান্ত নিয়েছে সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর। এর আগে ২৮ অক্টোবর এক ঘোষণায় বলা হয়, চলতি বছরের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ভারত পেঁয়াজ রপ্তানি স্থগিত রাখবে। বাংলাদেশ তার পেঁয়াজের মোট চাহিদার একটি বড় অংশ ভারত থেকে আমদানি করে। ফলে রপ্তানি নিষেধাজ্ঞার সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশে পেঁয়াজের দাম বেড়ে যায়। রাষ্ট্রায়ত্ত ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশের (টিসিবি) বাজার মূল্যের তথ্য অনুযায়ী, অক্টোবরের শুরুতে প্রতি কেজি পেঁয়াজ বিক্রি হয়েছিল ১০০ টাকার নিচে। কিন্তু খুচরা বাজারে প্রতি কেজি পেঁয়াজের দাম ১৩৫ টাকা। ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য অধিদপ্তর জানিয়েছে, যে সকল অর্ডারের ইতিমধ্যে রপ্তানি প্রক্রিয়া শুরু চলমান আছে, সেক্ষেত্রে নতুন নিয়ম প্রযোজ্য হবে না। তবে এই বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, অন্যান্য দেশের সরকারের অনুরোধের ভিত্তিতে ভারত সরকারের অনুমতির মাধ্যমে পেঁয়াজ রপ্তানির অনুমতি দেয়া হবে।

ইউক্রেনঃ ওডেসা বন্দরে রাশিয়ার ড্রোন হামলা

ওডেসা ঃ ইউক্রেনের ওডেসা অঞ্চলে রুশ ড্রোন হামলায় এক ব্যক্তি নিহত হয়েছে এবং বন্দরের পরিকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে বৃহস্পতিবার জানিয়েছেন প্রাদেশিক গভর্নর। ওলে কিপার বলেন, দুই ঘন্টা ধরে ওডেসার উপর হামলা চলে এবং সেই সময় অধিকাংশ রুশ ড্রোনকে গুলি করে নামিয়েছে বিমান প্রতিরক্ষা বাহিনী। তবে, কয়েকটি নাগালের বাইরে চলে যায়।

নিহত ব্যক্তিকে একজন ট্রাক চালক হিসেবে চিহ্নিত করেছেন তিনি। পাশাপাশি তিনি জানান, রাশিয়ার ড্রোন হামলায় দানিয়ুব নদীর কাছে একটি গুদাম, লিফট ও কয়েকটি ট্রাক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

ইউক্রেনের সামরিক বাহিনী বলেছে, ইউক্রেনের দক্ষিণাঞ্চলে ওডেসা ও দেশের পশ্চিম প্রান্তে খেমলনিটস্কি অঞ্চলকে নিশানা করে মোট ১৮টি ড্রোন দিয়ে আকাশপথে হামলা চালিয়েছে রাশিয়া। সামরিক বাহিনী জানিয়েছে, রাশিয়ার ১৮টি ড্রোনের মধ্যে ১৫টিকে গুলি করে নামিয়েছে বিমান প্রতিরক্ষা বাহিনী।

এদিকে, যুক্তরাষ্ট্রের সেনেটে রিপাবলিকান আইনপ্রণেতারা ইউক্রেন ও ইসরাইলের জন্য বরাদ্দ ১১০ বিলিয়ন ডলার বুধবার আটকে দিয়েছে।

যুদ্ধ ও সীমান্ত রক্ষা খাতে প্রায় ১০৬ বিলিয়ন ডলার বরাদ্দ করতে কংগ্রেসের কাছে আর্জি জানিয়েছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। সেনেটে রিপাবলিকান নেতা মিচ ম্যাককনেল যিনি ইউক্রেনের ত্রাণকে সমর্থন করেন তিনি বলেন, তাঁর দলের সদস্যরা এই ত্রাণ প্যাকেজ বাতিল করেছে কারণ বাইডেন প্রশাসন নীতিগত পরিবর্তন আনেনি। এই নীতিবদলের জন্য আইনপ্রণেতারা কয়েক বছর ধরে লড়াই করেছেন। হোয়াইট হাউসে এক সংক্ষিপ্ত ভাষণে যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষ নেতা বলেন, পুতিন যদি ইউক্রেনকে পরাস্ত করে তাহলে তারা সেখানেই থামবে না, যুক্তরাষ্ট্র আইনত সুরক্ষা দিতে বাধ্য তেমন প্রতিবেশী নেটোভুক্ত দেশগুলির উপরও আক্রমণ করবে মস্কো। বাইডেন বলেন, নেটো যদি আক্রান্ত হয়, তাহলে রুশ বাহিনীর সঙ্গে আমাদের আমেরিকান বাহিনীর সংঘর্ষ বাঁধবে। আমরা পুতিনকে জিততে দিতে পারি না।

যুদ্ধাপরাধ হামলাগুলো স্পষ্টতই বেসামরিকদের ওপর ইচ্ছাকৃত আক্রমণ ছিল, যা একটি যুদ্ধাপরাধ

ইসরাইলি ট্যাংকের গোলা সাংবাদিকদের ওপর প্রাণঘাতি হামলার জন্য দায়ী

লেবানন ঃ রয়টার্স এবং এএফপি প্রত্যেকে দক্ষিণ লেবাননে গত অক্টোবরে সংঘটিত একটি হামলার তদন্ত প্রকাশ করেছে। ওই হামলায় একজন সাংবাদিক নিহত এবং ছয়জন আহত হয়। তাদের অনুসন্ধানে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, ইসরাইলি ট্যাংকের গোলা এই দলটিকে আঘাত করেছিল।

১৩ অক্টোবর সাংবাদিকরা লেবাননের সীমান্ত গ্রাম আলমা আলচাবের কাছে জড়ো হয়ে আশেপাশের এলাকার ভিডিও ধারণ করার জন্য গেলে সেখানে হামলাটি সংঘটিত হয়। ওই এলাকায় সেসময় ইসরাইলের সেনাবাহিনী এবং ফিলিস্তিনি যোদ্ধাদের মধ্যে আন্তঃসীমান্ত সংঘর্ষ হচ্ছিল।

রয়টার্স এবং এএফপি জানিয়েছে, সাংবাদিকরা ফ্ল্যাক জ্যাকেট ও হেলমেট পরা অবস্থায় ছিল। তাদেরকে স্পষ্টভাবে গণমাধ্যম সদস্য হিসেবে চিহ্নিত করা যাচ্ছিল। রয়টার্সের প্রধান সম্পাদক আলেসান্দা গ্যালোনি এক বিবৃতিতে বলেন, আমরা ইসাম হত্যার নিন্দা জানাই। তিনি আরও বলেন, আমরা ইসরাইলকে এটি কীভাবে ঘটেছে তার ব্যাখ্যা দেয়ার এবং তার মৃত্যু ও এএফপির ক্রিস্টিনা অ্যাসি, আমাদের সহকর্মী থাইয়ার আলসুদানী ও মাহের নাজেহ এবং অন্য তিনজন সাংবাদিকের আহত করারর জন্য দায়ীদের জবাবদিহি করতে আহ্বান জানাই। ইসাম একজন উজ্জ্বল ও আবেগপ্রবণ সাংবাদিক ছিলেন। তিনি রয়টার্সে সকলের অনেক প্রিয় ছিলেন।

রয়টার্স ইসরাইলের প্রতিরক্ষা বাহিনীর আন্তর্জাতিক মুখপাত্র লেফটেন্যান্ট কর্নেল রিচার্ড হেক্টকে উদ্ধৃত করেছে। তিনি বলেছেন, আমরা সাংবাদিকদের লক্ষ্যবস্তু করি না।

এএফপি গ্লোবাল নিউজ ডিরেক্টর ফিল চেটউইন্ড ইসরাইলকে কী ঘটেছে তার স্পষ্ট ব্যাখ্যা দেয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

হিউম্যান রাইটস ওয়াচ হামলার বিষয়ে নিজস্ব তদন্ত পরিচালনা করেছে। বৃহস্পতিবার তারা বলেছে, তাদের ফলাফলগুলো ইঙ্গিত করে যে সাংবাদিকরা চলমান সহিংসতা থেকে বেশ দূরে ছিলেন। গণমাধ্যমের সদস্য হিসেবে তাদেরকে স্পষ্টভাবে সনাক্ত করা যাচ্ছিল এবং তারা দুজন পরপর দুটি হামলায় আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার আগে অন্তত ৭৫ মিনিট অনড় ছিল।

এইচআরডব্লিউ জানিয়েছে, সাংবাদিকরা যেখানে কাজ করছিলেন তার কাছাকাছি কোনো সামরিক লক্ষ্যবস্তুর প্রমাণ পাওয়া যায়নি। গোষ্ঠীটি বলেছে, হামলাগুলো স্পষ্টতই বেসামরিকদের ওপর ইচ্ছাকৃত আক্রমণ ছিল, যা একটি যুদ্ধাপরাধ।

অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালও এই হামলার পর্যালোচনা করেছে। তারা এই সিদ্ধান্তে এসেছে যে, এটি সম্ভবত বেসামরিকদের ওপর সরাসরি আক্রমণ যেগুলোর যুদ্ধাপরাধ হিসেবে তদন্ত করা উচিত।

শীতকালীন ফুল চাষে চাষিদের আগ্রহ বাড়াতে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিল উদ্যান পালন দপ্তর

মালদা ঃ শীতকালীন ফুল চাষে চাষিদের আগ্রহ বাড়াতে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিল উদ্যানপালন দপ্তর। মূলত গাঁদা ফুল চাষ লাভজনক হওয়ায় এই চাষেই নানাভাবে সহযোগিতা করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে উদ্যানপালন দপ্তর।

উদ্যান পালন দপ্তর জানিয়েছে, তবে শুধু শীতকালে গাঁদা চাষ নয়, সারা বছর এই ফুল চাষ যাতে করা যায়, সেব্যাপারেও পরামর্শ এবং শিবির করে চাষীদের প্রশিক্ষণ দেওয়ারও কাজ শুরু করেছে উদ্যানপালন দপ্তর। গাঁদা ফুলের চাহিদা বাজারে সবসময় রয়েছে। যেকোনো অনুষ্ঠান, পুজো অথবা উৎসবে গাঁদা ফুলের প্রযোজন সবসময়ের জন্য রয়েছে । স্বল্প খরচ এবং অল্প পরিশ্রমে গাঁদা ফুলের চাষ করে চাষিরা অনেকটাই লাভবান হতে পারেন। সে ক্ষেত্রেও সহযোগিতা নিয়ে এগিয়ে এসেছে উদ্যান ফলন দপ্তর।

উল্লেখ্য , মালদা জেলায় গাঁদা ফুলের চাষের পাশাপাশি বেশকিছু অংশে জবা, গ্ল্যাডিওলাস ফুল চাষ হচ্ছে। জেলায় এতদিন সেইভাবে ফুল চাষ না হওয়ায় সরকারিভাবে কোন সাহায্য বা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ছিল না। ক্রমশ জেলার কৃষকদের মধ্যে ফুল চাষের প্রবণতা বৃদ্ধি পেতে থাকায় এবার ফুল চাষে আগ্রহ বাড়াতে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে জেলা উদ্যান পালন দফতর।

মালদা জেলা উদ্যান পালন দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, জেলা কমবেশি প্রতিটি ব্লকেই কৃষকেরা ফুল চাষ শুরু করছেন। তবে পুরাতন মালদা, বামোনগোলা ও চাঁচল ব্লকে বেশি ফুল চাষের প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। জেলার বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে প্রায় ৫০০ একর জমিতে বিভিন্ন ফুল চাষ হচ্ছে। যার মধ্যে গাঁদা ফুলের চাষ সবথেকে বেশি হয়। তাই এবার ফুলচাষীদের প্রশিক্ষণ চাষের পদ্ধতি বীজ বা চারা গাছ বিতরণ সহ আর্থিকভাবে সাহায্য করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে উদ্যান পালন দফতর। ফুল চাষ করে ব্যাপক লাভবান হচ্ছেন কৃষকেরা । কিন্তু সঠিক প্রশিক্ষণ বা সরকারিভাবে কোনরকম সাহায্য না করায় অনেক ক্ষেত্রেই সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। প্রশিক্ষণের অভাবে ভালো মানের ফুল চাষ করতে পারছেন না। তাই আগামী অর্থ বর্ষে জেলার ২৫ বিঘা জমিতে সরকারিভাবে ফুল চাষ করানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

জেলা উদ্যান পালন দপ্তরের আধিকারিক সামন্ত লায়েক জানিয়েছেন, বিভিন্ন প্রান্তের কৃষকদের ফুল চাষের জন্য আর্থিক সাহায্য করা হবে। তেমনি ফুল চাষের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। সরকারিভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করাই জেলায় ফুল চাষ আরো ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাবে বলে মনে করা হচ্ছে। অনেকের মধ্যে আগ্রহ বাড়বে। বর্তমানে ব্যাপক ফুলের চাহিদা রয়েছে। চাহিদা পূরণের জন্য এখনো ভিন রাজ্য বা অন্যান্য জেলা থেকে জেলায় ফুল আমদানি করা হচ্ছে। জেলাতেই পর্যাপ্ত ফুল চাষ হলে উপকৃত হবেন কৃষকেরা।

রাজ্যের দ্বিতীয় বৃহত্তম তথা উত্তরবঙ্গের গর্ব ৪১তম উত্তরবঙ্গ বইমেলা শুরু হল ৮ই ডিসেম্বর

শিলিগুড়ি ঃ গ্রেটার শিলিগুড়ি পাবলিশার্স এন্ড বুক সেলার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের ব্যবস্থাপনায় রাজ্যের দ্বিতীয় বৃহত্তম তথা উত্তরবঙ্গের গর্ব ৪১তম উত্তরবঙ্গ বইমেলা শুরু হচ্ছে ৮ই ডিসেম্বর। কাঞ্চনজঙ্ঘা ষ্টেডিয়াম মেলা প্রাঙ্গণে ১০ দিন ব্যাপী ঐতিহ্যবাহী এই বইমেলা শেষ হবে ১৭ই ডিসেম্বর। এবছর কালজয়ী সাহিত্যিক সুকুমার রায়ের অনন্য সৃষ্টি আবোল তাবোল প্রকাশের শতবর্ষ চলছে। আবোল তাবোল সৃষ্টির শতবর্ষে আমাদের এবারের বইমেলার থিম আবোল তাবোল। এবারের বইমেলার সাংস্কৃতিক মঞ্চের নামকরণ করেছি আবোল তাবোল মঞ্চ। এবছর Oxford, Penguin, Harper Collins, আনন্দ পাবলিশার্স, মিত্র ও ঘোষ, দে'জ পাবলিশিং, দেব সাহিত্য কুটির, দীপ প্রকাশন ও শৈব্যা প্রকাশন সহ বেশ কিছু নামী প্রকাশক বইমেলায় অংশগ্রহণ করছে। এছাড়াও বাংলা, ইংরাজী এবং হিন্দী মিলিয়ে কমপক্ষে ৭৫টি ষ্টল এবারের বইমেলায় অংশগ্রহণ করছে। ৯ই ডিসেম্বর শনিবার বেলা ৩টায় বাঘাযতীন পার্ক থেকে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার সূচনা হবে। ৪১তম উত্তরবঙ্গ বইমেলার আনুষ্ঠানিক শুভ উদ্বোধন ১০ই ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৬টায়। উদ্বোধন করবেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক শ্রী স্বপ্নময় চক্রবর্তী। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করবেন শিলিগুড়ির মাননীয় মহানাগরিক শ্রী গৌতম দেব মহাশয়।

আবোল তাবোল সাংস্কৃতিক মঞ্চে প্রতিদিন বিকাল ৪টা থেকে থাকছে আলোচনা সভা এবং সন্ধ্যায় বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মনোরম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

শেষ পর্যন্ত অশোক দাস বাবাজী চলে গেলেন,রেখে গেলেন কিছু সুন্দর স্মৃতি

পোটকা (সুনীল কুমার দে) ঃ শেষ পর্যন্ত তিনি চিরদিনের মতো চলে গেলেন।আমি মহামায়া আশ্রম হাঁড়িয়ানের প্রান পুরুষ ও সঞ্চালক অশোক বাবাজীর কথা বলছি।অশোক দাস বাবাজী একজন মাতৃ সাধক ছিলেন।তিনি তারাপীঠ থেকে এসেছিলেন।তিনি চুল দাড়ি রাখতেন ও কালো কাপড় পড়তেন।তিনি অকৃতদার ছিলেন।প্রায় ২০ বছর আগে পোটকা অঞ্চলে এসেছিলেন।প্রায় ৫ বছর হরিনার মুক্তেশ্বর ধামে ছিলেন ও সেবা দিয়েছিলেন।তারপর তিনি ১৫ বছর আগে হাড়িয়ানের মহামায়া আশ্রমের হাল ধরেন।মহামায়া আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা হলেন স্বর্গীয় ভগীরথ বাবাজী। তিনি কালী মায়ের ভক্ত ছিলেন।কালী মূর্তি রেখে তিনি পাহাড়ের উপর পুজো করতেন ও সাধনা করতেন।তিনি আশ্রমের জন্য বিশেষ কোনো কিছু করে যেতে পারেন নি।অশোক বাবাজী আশ্রমে আসার পর থেকে আশ্রমের বিকাশ হয়েছে ও আশ্রমের রূপ ও রং বদলে গেছে।সব সাধুরাই ভিক্ষা করে সব কাজ করেন তাই অশোক বাবাজী ও দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে কালী মন্দির,শিব মন্দির গণেশ মন্দির,হনুমান মন্দির,শিব পার্বতী মঞ্চ,তোরণ দ্বার,থাকার ঘর আরো অনেক কিছু করে গেছেন।নিত্য মায়ের ও অন্য দেব দেবীদের পুজো সেবা হয় আশ্রমে,প্রতি অমাবস্যাতে মায়ের বিশেষ ভোগ হয় ও কালী পূজা ধুমধামের সাথে পালিত হয়।সব কিছু করে গেছেন অশোক দাস বাবাজী।তাঁর একটি বিশেষ গুন ছিলো মৃত দাহ সংকার করা।তিনি মৃত দাহ সংকারে খুবই পটু ছিলেন।যেখানেই ডাক পড়তো তিনি সেখানেই ছুটে যেতেন।রাত দিন ও সময় অসময় দেখতেন না।তাঁর এই বিশেষ গুনের জন্য লোক তাঁকে খুবই শ্রদ্ধা ও সম্মান করতেন।সাদা সিধে জীবন যাপন ছিলো তাঁর।শেষের দিকে সুগার হয়ে যাওয়ায় আরো কন্ট্রোলে থাকতেন তিনি।আমাদের মাতাজী আশ্রমে খুবই আসা যাওয়া করতেন বিশেষ করে উৎসব ও অনুষ্ঠানে।আমার সাথে ব্যক্তিগত ভাবে খুবই ভালো সম্বন্ধ ছিলো।তিনি আমার ও মাতাজী আশ্রমের কাজের খুবই প্রশংসা করতেন।মাতাজী আশ্রমে রামকৃষ্ণ মন্দির নির্মাণের সময় তিনি কিছু অনুদান ও দিয়ে ছিলেন। তাঁকে আমরা বিগত ১৪ মার্চ ২০২২ রামকৃষ্ণ মন্দির প্রতিষ্ঠার দিনে মাতাজী আশ্রমের পক্ষ থেকে সাধুর সম্মান দিয়েছি।তিনি মৃদুভাষী ও কর্মযোগী ছিলেন।কাজ করতে ভালোবাসতেন।তিনি আনুমানিক ৭০ বছর বয়সে বিগত ১৫ নভেম্বর ২০২৩ এ মহামায়া আশ্রমের স্বর্ণ জয়ন্তী পালন করে সব কিছু ছেড়ে মায়ের কাছে চিরদিনের জন্য চলে গেলেন।যাওয়ার আগের দিন আমার সাথে বাবাজীর শেষ দেখা হয়েছিলো ও শেষ কথা হয়ে ছিলো।তিনি যা করে গেলেন ও যা রেখে দিয়ে গেলেন তা এই এলাকার মানুষের জন্য।মানুষ আসে যায় কিন্তু স্মৃতি ও সত কর্ম থেকে যায়।তাঁর কর্ম তাঁকে চিরদিন অমর করে রাখবে।কোনো জ্ঞানী ও গুণী মানুষের জীবিত অবস্থায় আমরা মহত্ব দি না,কদর করি না,সম্মান দি না কিন্তু যখন সেই মানুষ টি চলে যান তখন তাঁর অভাব অনুভব করি।দোষে ও গুনে মানুষ তাই আমাদের সবাই কে মানুষের ভালো কাজ গুলো দেখা উচিত ও তাঁর প্রশংসা করা উচিত।

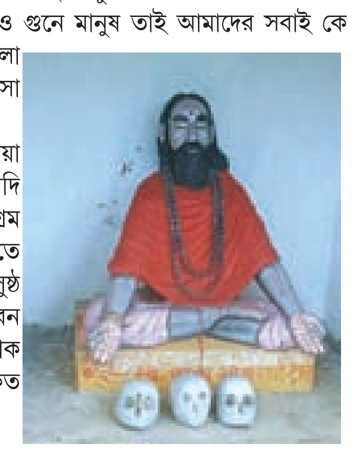

তিনি যা করে গেছেন মহামায়া আশ্রমের জন্য তা যদি আশ্রমের ভক্তগন ও আশ্রম কমিটি ঠিক ভাবে রাখতে পারেন ও আশ্রম টিকে সুষ্ঠ ভাবে সঞ্চালন করতে পারেন তবেই হবে শ্রদ্ধেয় অশোক দাস বাবাজীর প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধাঞ্জলি।

উত্তর দিনাজপুরে চোরাচালানের আগে উদ্ধার তিনটি উট

উত্তর দিনাজপুর ঃ পাচারের আগে তিনটি উট উদ্ধার করল চোপড়া থানা পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে চোপড়া থানার চুটিয়াখোর গ্রাম পঞ্চায়েতের জিয়াখুরি এলাকায় পাচারের জন্য উট মজুত করা হয়েছে। পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ওই এলাকায় অভিযান চালিয়ে তিনটি উট উদ্ধার করে চোপড়া থানায় নিয়ে আসে। তবে কথা এই উট গুলি নিয়ে আসা হয়েছে তা তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

আপার প্রাইমারি চাকরিপ্রার্থীদের আন্দোলনের আজ ৩৬৫ দিন পূর্ণ হল

কলকাতা ঃ আপার প্রাইমারি চাকরিপ্রার্থীদের আন্দোলনের আজ ৩৬৫ দিন পূর্ণ হল। চাকরি চেয়ে কলকাতার রাস্তায় আন্দোলনের বর্ষপূর্তি উদযাপন করতে কলকাতার ধর্মতলার প্রাণকেন্দ্র ডোরিনা ক্রসিংয়ের মোড়ে রাস্তায় শুয়ে পড়ে বিক্ষোভ দেখালেন চাকরিপ্রার্থীরা। রাস্তার মাঝখানে সাড়ি দিয়ে শুয়ে মহিলা চাকরিপ্রার্থীরা। আর চারপাশে মানববন্ধন করে ধর্মতলা মোড় ঘিরে রেখেছে পুরুষ আন্দোলনকারীরা। প্রায় মিনিট ১৫ এর জন্য ধর্মতলার মতো গুরুত্বপূর্ণ মোড় সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ হয়ে গেল চাকরি আন্দোলনের জেরে। যানজটে অবরুদ্ধ হয়ে যায় ধর্মতলা। আটকে যাই বাস ট্রাক গাড়ি সহ সমস্ত যানবাহন। যা সামলাতে হিমশিম খেতে হলো কলকাতা পুলিশকে। অবরুদ্ধ ধর্মতলার প্রাণকেন্দ্র থেকে আওয়াজ উঠল চাকরি চাই চাকরি চাই অবিলম্বে নিযগে চাই। এরপর ১৫ মিনিট পর ওয়াই চ্যানেলের কাছে এসে রাস্তায় বসে ফের বিক্ষোভ দেখান তারা। দশ বছর ধরে তাদের নিযগে ঝুলে আছে অবিলম্বে নিযগে না করলে তারা প্রাণে বাঁচবেন না বলে হুঁশিয়ারি দেন চাকরিপ্রার্থীরা। সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিতে পরনে কালো কাপড় পড়ে হাতে প্ল্যাকার্ড পোস্টার ব্যানার নিয়ে বিক্ষোভ দেখালেন আপার প্রাইমারি চাকরিপ্রার্থীরা।

৪ ডিসেম্বর বিধানসভার উত্তর গেটে বিক্ষোভ ও ডেপুটেশন

কলকাতা ঃ দুপুর ১টায় এস ইউ সি আই(কম্যুনিস্ট) দলের উদ্যোগে (১) নিয়োগ দুর্নীতি সহ কয়লা ও গরুপাচারে যুক্তদের অবিলম্বে শাস্তি, (২) যোগ্য প্রার্থীদের চাকুরি (৩) অবিলম্বে কেন্দ্রীয় হারে ডিএ, (৪) জাতীয় শিক্ষানীতির অনুসারী রাজ্য শিক্ষানীতি বাতিল, (৫) নারী নিগ্রহ বন্ধ, (৬) বিদ্যুতের মাশুল বৃদ্ধি ও স্মার্ট মিটার চালু রদ, (৭) সারের দাম বৃদ্ধি ও কালোবাজারি বন্ধ এবং (৮) মদের ঢালাও লাইসেন্স বন্ধ প্রভৃতি দাবিতে বিধানসভার উত্তর গেটে বিক্ষোভ ও ডেপুটেশন।

পার্লামেন্টের শীতকালীন অধিবেশনে যোগ দিতে দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা দেওয়ার আগে কলকাতা বিমানবন্দরে দাঁড়িয়ে বিজেপি রাজ্য সভাপতি সাংসদ সুকান্ত মজুমদার

কলকাতা ঃ তিন রাজ্যে বিজেপির জয় নিয়ে বলেন, ঐতিহাসিক ফলাফল হয়েছে। দেশের মানুষ আরো একবার প্রমাণ করে দিলেন, ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সমকক্ষ বা তাকে চ্যালেঞ্জ জানানোর মত কেউ নেই এই মুহূর্তে এবং বিরোধীদের যে অপপ্রচার নরেন্দ্র মোদিকে ব্যক্তিগত যেভাবে আক্রমণ সেই আক্রমণ যত বেশি হবে আগামী দিনে ভারতীয় জনতা পার্টি নরেন্দ্র মোদী নেতৃত্বে বেশি শক্তিশালী হয়ে ভারতবর্ষের রাজনীতিতে উঠে আসবে।

এই তিন রাজ্যে বিধানসভা এত ভালো ফলাফল লোকসভায় কি এত ভালো ফলাফল হবে সেই প্রসঙ্গে বলেন, লোকসভাতে আরো ভালো ফল হবে। যদি আমরা সিটের পার্সেংটেজে দেখি যে কটা সিট কংগ্রেস জিতেছে লোকসভাতে বিধানসভার নিরিখে তার থেকে বেশি সিট আমরা জিতব।....... মিশ্র ফলের কোন সম্ভাবনা নেই। গতবার আমাদের সরকার কোন কোন জায়গায় ছিল যেমন রাজস্থানে ছিল সেখানে স্লোগান উঠেছিল মোদী তুঝসে বের নেহি বসুন্ধরা তেরা খেয়ের নেহি। এবার একদম উল্টো আমাদের সরকার নেই নতুন সরকারে এলাম স্বাভাবিকভাবেই সরকার বিরোধী কোন মনোভাব নেই। ফলে নরেন্দ্র মোদী বিপুল আসন নিয়ে এগোবে।

রাতে শহরে কলকাতা পুলিশের হেনস্থার মুখে পন্যবাহী গাড়ির চালকরা, দাবি মত টাকা দিতে না পারায় চালককে মারধরের অভিযোগ পুলিশের বিরুদ্ধে

কলকাতা ঃ গতকাল রাতে ভুট্টা নিয়ে বিহার থেকে ঠাকুরপুকুর আসার পথে ঠাকুরপুকুর ৩ক বাসস্ট্যান্ডের কাছে পন্যবাহী গাড়িটিকে আটকায় পুলিশ। এরপরই গাড়ি চালকদের কাছ থেকে ২০০ টাকা যাওয়া হয় বলে অভিযোগ। পুলিশের দাবি মত ২০০ টাকা দিতে রাজি হননি গাড়ির চালকরা। গাড়ির চালকরা ২০০ টাকা দিতে রাজি না হওয়ায় গাড়িটিকে সাইড করতে বলা হয়। তারপরে পুলিশ কর্মী অপর এক অফিসারের কাছে নিয়ে যায় গাড়ির চালকদের। তখনই অপর পুলিশ অফিসার গাড়ির চালকদের বলে ২০০ টাকা দিতেই হবে,২০০ টাকার কমে আমরা নিই না। আমরা মনে করলে গাড়িতে ১০৮ রকমের কেস দিতে পারি। আমাদের সহযোগিতায় আপনারা রাস্তায় চলছেন। তারপরেই পুলিশ কর্মীরা দেখে গাড়ির চালকরা ফোনে তাদের ভিডিও করছে। তাদের ফোন কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করে পুলিশ। এরপর একজন চালককে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ পুলিশের বিরুদ্ধে। এরপর ওই ঘটনাস্থল থেকে চলে যায় দুই পুলিশ কর্মী। আজ ঠাকুরপুকুর থানার সামনে ওই গাড়ির চালকসহ তাদের সংগঠনের কর্মীরা বিক্ষোভ দেখায় এবং গোটা ঘটনা ঠাকুরপুকুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

চুরির ২৪ ঘণ্টার মধ্যে চোরাই মালামালসহ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে ভক্তিনগর থানা পুলিশ

শিলিগুড়ি ঃ গতকাল দুপুর বেলা বৈকন্ঠ পল্লীর একজন অভিযোগ করে যে তার একটি ট্রান্সপোর্ট এর মালপত্র রাখার গোডাউন আছে বৈকন্ঠ পল্লীতে। গত পরশু রাত্রিবেলা কে বা কাহারা, গোডাউনে ঢুকে নতুন ইলেকট্রিক তার চুরি করে ।ঘটনা তদন্তে নেমে ভক্তিনগর থানা একজন কে গ্রেফতার করে তার হেফাজত থেকে চুরি যাওয়া তার উদ্ধার হয়। গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তির নাম হরেন দাস বাড়ি বোতল কোম্পানি আর জলপাইগুড়ি আদালতে পেশ করা হয়েছে।

শীতকালীন দেশি গদা লাউ চাষ করে যথেষ্ট লাভবান জলপাইগুড়ি চাষিরা

জলপাইগুড়ি । শীতকালীন দেশি গদা লাউ চাষ করে যথেষ্ট লাভবান চাষিরা। সেরকম এক দেশি গদা লাউ চাষীর সন্ধান পাওয়া গেল জলপাইগুড়ি সদরে ব্লকের সন্ন্যাসীপাড়া এলাকায়। সেখানকার চাষী বিপুল সরকার নিজস্ব অল্পবিস্তর জমিতে গদা লাউ চাষ করেছেন। এবং এই লাউ চাষ করে তিনি অনেকটাই অর্থ উপার্জন করতে পারছেন। চাষী বিপুল বাবু বলেন শীতের শুরুতেই এই লাউ চাষ করে তিনি খুব ভালো ফলন পাচ্ছেন। এবং বাজারেও ন্যায্য দাম রয়েছে। যার কারণে তিনি লাউ বিক্রি করে অনেকটাই অর্থ উপার্জন করতে পারছেন। বিপুল বাবু আরো বলেন লাউ চাষ এর পাশাপাশি আগামী দিনে তিনি অন্যান্য সবুজ শাকসবজি চাষ করবেন।

ছোট গাড়ি ও সরকারি বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে ২ শিশুসহ ৪ জন আহত হয়েছে

উত্তর দিনাজপুর ঃ সরকারি বাসের সাথে ছোটো গাড়ি সংঘর্ষে জখম ২ শিশু সহ চার জন। মঙ্গলবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর দিনাজপুর জেলা গোয়ালপোখর থানার বালুচুকা ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কের উপর। ঘটনার জেরে যানবাহন চলাচল ব্যাহত হয়ে পরে। এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। স্হানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে একটি ছোটো গাড়ি পেট্রোল পাম্প থেকে তেল ভরে রাস্তা পারাপারের সময় ইসলামপুর দিক থেকে আসা একটি সরকারি বাস ওই ছোট গাড়িটিকে সজোরে ধাক্কা মারলে গাড়িটি জাতীয় সড়কের ডিভাইডার পার গর্তে পড়ে যায়। এই ঘটনায় ছোটো গাড়িতে থাকা দুই শিশু সহ মোট চারজন জখম হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌছায় গোয়ালপোখর থানার পাঞ্জিপাড়া ফাঁড়ির পুলিশ। পুলিশ জখম উদ্ধার করে বিহারের কিষানগঞ্জ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠিয়েছে। পুলিশ ঘাতক বাসটিকে আটক করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

প্রয়াত অলি ঘোষের স্মরণে চালু হল পানীয় জল প্রকল্প

শিলিগুড়ি ঃ সূর্যনগর ফ্যান্সি ইয়ুথ ক্লাবে উদ্দ্যোগে ও অসিত ঘোষ ও কৃষ্ণ ঘোষের সহযোগিতায় জন সাধারণ জন্য এক পানিও জল প্রকল্পের সুচনা করেন পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র।স্বর্গীয় অলি ঘোষের স্মৃতিতে বাবা অসিত ঘোষ ও স্বামী কৃষ্ণ ঘোষের সহযোগিতায় এই পানিও জল প্রকল্প জন সাধারণের জন্য সুচিত হলো।উদ্ভোধন পর্বে শিলিগুড়ি পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার ২৩ নম্বর ওর্য়াডের পুরমাতা লক্ষ্মী পাল সহ ক্লাব সভাপতি ও সম্পাদক প্রদীপ ভট্টাচার্য্য টিঙ্কু দত্ত সহ অমর চন্দ্র পাল সহ অন্যান্য অতিথিরা এই জল প্রকল্পের সুচনা করেন।একি সাথে রঞ্জনবাবু বক্তব্য রাখেন যে ক্লাব গুলোর ভূমিকা দিনে দিনে আবার সচল হচ্ছে।নুতন প্রজন্ম বর্তমানে পড়াশোনাতে বেশি ঝুঁকে যাওয়ায় সংগঠন মুখি হন না।এর ফলে বিভিন্ন সংগঠন বন্ধের পথে।এই ক্লাব গুলো সচল হতে দেখে তিনি আশা ব্যক্ত করেন।পাড়ায় পাড়ায় বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন অসুবিধার মুখে পরলে ক্লাব ও বিভিন্ন সংগঠন গুলো এগিয়ে এসে সমাধান করে থাকেন ।

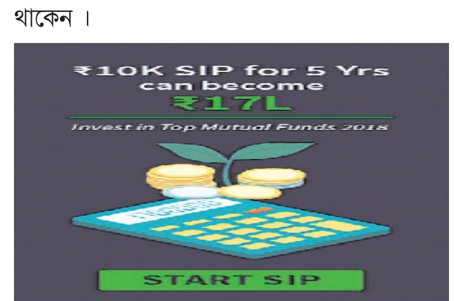

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

মিডডে মিলের মজুত করা ডালে কিলকিল করছে পোকাসেই ডাল রান্না করে খাওয়ানো হচ্ছে ক্ষুদে পড়ুয়াদের, বিক্ষোভ দেখালেন অভিভাবকেরা

মালদা ঃ মিডডে মিলের মজুত করা ডালে কিলকিল করছে পোকা।সেই ডাল রান্না করে খাওয়ানো হচ্ছে ক্ষুদে পড়ুয়াদের।প্রতিনিয়ত নিম্নমানের খাবার দেওয়া হয় বলে অভিযোগ।এমনকি পর্যাপ্ত পরিমাণে খাওয়ার দেওয়া হয়না।
একাধিক অভিযোগ নিয়ে মঙ্গলবার বিক্ষোভ দেখালেন পড়ুয়াদের অভিভাবকেরা। মালদার চাঁচল ১ ব্লকের সাঞ্জীব শিশু কেন্দ্রের ঘটনা। অভিভাবকদের সাথে বিক্ষোভে সামিল হন রাধুনীরাও।তাদের অভিযোগ আনাজ সঠিকভাবে দেওয়া হয়না।নিম্নমানের সামগ্রী দেওয়া হয় স্কুলের তরফে।বাধ্য হয়ে রান্না করতে হয়। সমস্ত অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি স্কুল কর্তৃপক্ষের।নিয়ম মেনেই খাবার দেওয়া হয় বলে দাবি। স্কুল সূত্রে জানা গিয়েছে, চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত ওই কেন্দ্রে ১২৬ জন পড়ুয়ার জন্য তিনজন শিক্ষিকা রয়েছে।
অভিযোগ,অধিকাংশ পড়ুয়া স্কুলে উপস্থিত থাকে।তবে তাদের পর্যাপ্ত পরিমাণে খাবার দেওয়া হয়। এমনকি নিম্নমানের খাবার দেওয়া হয়।এদিন মজুত করা ডালে কিলবিল করা পোকা দেখে ক্ষুব্ধ হয় অভিভাবকেরা।

তৃণমূল সাধারণ সম্পাদকের উদ্যোগে জলপাইগুড়ি জেলার বহু শ্রমিক মনরেগা বকেয়া পেয়েছেন

জলপাইগুড়ি ঃ কথা দিয়ে কথা রাখলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় । দিল্লীতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সাথে যারা আন্দোলন করতে গিয়েছিলেন, তাদের হাতে এই দিন ক্রান্তি ব্লকের চাপাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের একশো দিনের জবকার্ডধারীদের বকেয়া মজুরি টাকা তুলে দেওয়া হয় । এইদিন জলপাইগুরি জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী মহুয়া গোপ এবং মন্ত্রি বুলু চিক বড়াইক চাপাডাঙ্গা এলাকার প্রেমানন্দ রায় বাড়িতে যান এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দেওয়া একশো দিনের বকেয়া মজুরি টাকা এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় চিঠি প্রেমানন্দ বাবু সাথে তুলেদেন। জবকার্ডধারী তৈলেক রায়,প্রেমানন্দ রায়, সুধারু রায়,শ্যামল রায়,মন্তাজ আলী বকেয়া মুজুরী টাকা পেয়ে খুবই খুশি এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কে ধন্যবাদ জানালেন । এই বিষয়ে জেলা তৃণমুল কংগ্রেসের সভানেত্রী মহুয়া গোপ বলেন , অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কথা দিয়ে কথা রাখেন তার উধাহরন আজকে এই বকেয়া একশো দিনের মুজুরী টাকা প্রদান ।,যারা আঃেদালন করতে গিয়েছিলেন দিল্লী অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সাথে তাদের বকেয়া একশো দিনের মুজুরীর টাকা সহ চিঠি আজকে তুলে দেওয়া হলো। এইদিন আদিবাসী অনগ্রসর শ্রেনী প্রতিমন্ত্রী মাননীয় বুলু চিকবারাইক সহ অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন ।

বিজেপির বিজয় উল্লাস, শহরে মিছিল

জলপাইগুড়ি ঃ তিন রাজ্যে বিজেপির ভালো ফলাফল হওয়ায় আনন্দে বিজয় উল্লাসে মাতলেন ময়নাগুড়ির বিজেপি নেতৃত্ব ও কর্মীরা। রবিবার বিকেল নাগাদ ময়নাগুড়ি শহরে একটি মিছিল করা হয়। যেই মিছিল গোটা শহর পরিক্রমা করে। উপস্থিত ছিলেন ময়নাগুড়ি টাউন মন্ডল সহ বিভিন্ন কার্যালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মীরা। তাদের উপস্থিতিতে এই মিছিল হয়। মিছিল শেষে কর্মীদের এবং সাধারণ মানুষের মধ্যেও মিষ্টিমুখ করানো হয়।

জলপাইগুড়ি থেকে উদ্ধার হল আট ফুট লম্বা অজগর

জলপাইগুড়ি ঃ ডুয়ার্সের লোকালয় থেকে ফের উদ্ধার হল অজগর। সোমবার দুপুরে ধূপগুড়ি ব্লকের মল্লিকশোভা এলাকা থেকে বিশালাকার অজগরটি উদ্ধার করল পরিবেশ প্রেমী সংগঠনের সদস্যরা। জানা গিয়েছে, এদিন দেওমালি বাজার সংলগ্ন এলাকায় একটি গর্তের ভিতর থেকে অজগরটিকে বেরিয়ে আসতে দেখে স্থানীয়রা। এরপর অজগরটি লোকালয়ে চলে আসতে থাকে। স্থানীয়দের তরফে খবর দেওয়া হয় ধূপগুড়ির পরিবেশ প্রেমী অনুপম চক্রবর্তীকে। তিনি ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রায় ৮ ফুটে অজগরটি উদ্ধার করে। অজগরটিকে পার্শ্ববর্তী সোনাখালি জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

নিউ জলপাইগুড়ি রেলস্টেশনের প্ল্যাটফর্ম বিক্রেতারা পুনর্বাসনের দাবি জানিয়েছেন

শিলিগুড়ি ঃ নিউ জলপাইগুড়ি রেল স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম এ থাকা ভেন্ডারদের সরিয়ে দেওয়ার প্রতিবাদে শিলিগুড়ি জানলে ক্লাবের সাংবাদিক বৈঠক করল ভেন্ডাররা। সোমবার এই সাংবাদিক বৈঠকে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে ভেন্ডাররা জানান দীর্ঘদিন ধরে তারা প্লাটফর্মে ব্যবসা করে এসেছে কিন্তু রেলওয়ে তরফ থেকে তাদেরকে সরে যাওয়ার নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। কিন্তু তাদের অভিযোগ এখনো পর্যন্ত আদালতে এই বিষয় নিয়ে মামলা চলছে তাহলে কি করে এখনই তাদেরকে সরে যাওয়ার জন্য বলে রেল। তাদের দাবি যদি তাদের উচ্ছেদ করা হয় তাহলে তাদেরকে পুনর্বাসন দিতে হবে।

বিভিন্ন দাবির সমর্থনে সিডিপিও কে স্মারকলিপি দিল অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের কর্মী ইউনিয়ন

মালদা ঃ বিভিন্ন দাবিদাওয়া নিয়ে বিক্ষোভ দেখানোর পাশাপাশি গাজোল ব্লকের সিডিপিও কে ডেপুটেশন দিল অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের কর্মী সমিতির সদস্যারা । সোমবার দুপুরে গাজোলে একটি রেলি করেন শতাধিক অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী সমিতির সদস্যরা । এরপরই গাজোলের সিডিপিও কে গণ স্বাক্ষর সম্বলিত স্মারকলিপি তুলে দেন।
এদিনের ডেপুটেশন আসা অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী সমিতির সদস্যদের বক্তব্য, অষ্টম শ্রেণী পাস অঙ্গনওয়াড়ি হেলপারদের প্রমোশন বৃদ্ধি করতে হবে। ন্যূনতম মাসিক ২১ হাজার টাকা বেতন দিতে হবে। অবসরকালীন ১৫ লক্ষ টাকা দিতে হবে। পিএফ চালু করা এবং শিশুদের খাদ্য তালিকায় পুষ্টিকর খাবারের আর্থিক বরাদ্দ বাড়াতে হবে। এরকমই নানান দাবিদাওয়া নিয়েই এদিন বিক্ষোভ দেখানোর পাশাপাশি অঙ্গনওয়াড়ি সমিতির কর্মীরা গাজলের সিডিপি ওকে ডেপুটেশন দেন।

বিজেপির ডাবল ইঞ্জিন ইডি এবং সিবিআই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

শিলিগুড়ি ঃ বিজেপির ডাবল ইঞ্জিন ইডি এবং সিবিআই। বছরের পর বছর বিজেপি লড়াই করছে এই নিয়েই। ব্যক্তি স্বার্থে নয় দলীয় স্বার্থে লড়াই করতে হবে যে দল যেখানে শক্তিশালী সেখানে তাকে সুযোগ করে দিতে হবে লড়াই করার। যারা যেখানে জিতেছে তাদেরকে শুভেচ্ছা। তবে যে তিন রাজ্যে বিজেপির জয় হয়েছে তার প্রভাব এ রাজ্যে পড়বে না । আশা করবো বিরোধীদের নিয়ে কাজ করবে।উল্লেখ্য, ৬ ডিসেম্বর কার্শিয়াংয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বঙ্যোপাধ্যায়ের ভাই কার্তিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছেলে আভেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিয়ের অনুষ্ঠান রয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সহ মুখ্যমন্ত্রীর পুরো পরিবার এই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে কার্শিয়াং আসছেন। এর পাশাপাশি আগামী ৭ ডিসেম্বর উত্তরবঙ্গে একটি প্রশাসনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে, তবে এই বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কেউই উপস্থিত থাকতে পারবেন না।

কামাখ্যাগুড়ির লালপুল থেকে গাঁজা বোঝাই ছোট গাড়ি বাজেয়াপ্ত করল আবগারি বিভগা

কামাখ্যাগুড়ি ঃ ছোট গাড়িতে করে গাঁজা পাচারের ছক ভেস্তে দিল আবগারি বিভাগ। রবিবার কুমারগ্রাম ব্লকের কামাখ্যাগুড়ির লালপুল এলাকা থেকে গাঁজা বোঝাই একটি ছোট গাড়ি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। তল্লাশির পর ওই গাড়ি থেকে উদ্ধার করা হয়েছে ২৪ প্যাকেট গাঁজা। আবগারি বিভাগের তরফে জানানো হয়েছে, ছোট গাড়ি থেকে মোট ১১৪ কেজি ১১ গ্রাম গাঁজা পাওয়া গিয়েছে। এর আনুমানিক বাজার মূল্য ১১ লাখ ৪১ হাজার ১০০ টাকা। গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে রবিবার সন্ধ্যা থেকেই তেঁতুলতলা চৌপথী সংলগ্ন এলাকায় ৩১ নম্বর সি জাতীয় সড়কে নজরদারি শুরু করে আবগারি বিভাগ। তাদের কাছে খবর ছিল, কোচবিহার জেলার নাগুরহাট এলাকা থেকে গাঁজা বোঝাই একটি ছোট গাড়ি জাতীয় সড়ক ধরে মালদার দিকে যাবে। সেইমতো আবগারি বিভাগের কুমারগ্রাম, আলিপুরদুয়ার ও বীরপাড়া সার্কেলের আধিকারিক কর্মীরা যৌথভাবে জাতীয় সড়কে নজরদারি শুরু করে। কিছুক্ষণের মধ্যেই আবগারি বিভাগের কাছে খবর আসে যে, কামাখ্যাগুড়ির লালপুল এলাকায় রাস্তার পাশে ওই ছোট গাড়িটি দাঁড়িয়ে রয়েছে। তৎক্ষণাৎ লালপুলে পৌঁছে যান আবগারি বিভাগের কর্মীরা। এরপরই ওই গাড়িটিকে বাজেয়াপ্ত করা হয়। তবে সেসময় গাড়িতে চালক বা অন্য কেউ ছিলেন না। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে আবগারি বিভাগ।

মালদার ইংরেজ বাজার শহরের বৃন্দাবনে মাঠে ফুটবল নকআউট টুর্নামেন্টকে ঘিরে চরম বিশৃঙ্খলা, গোল বিতর্ক নিয়ে চরম মারামারি

মালদা ঃ মালদার ইংরেজ বাজার শহরের বৃন্দাবনে মাঠে ফুটবল নকআউট টুর্নামেন্টকে ঘিরে চরম বিশৃঙ্খলার অভিযোগ উঠেছে। ফাইনাল খেলার মাঝেই শুরু হয়ে যায় গোল বিতর্ক নিয়ে চরম মারামারি। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশকে ব্যাপক লাঠিচার্জ করতে হয় বলে অভিযোগ। নিজেদের প্রাণ বাঁচাতে দৌড়ঝাঁপ শুরু করে দেন খেলা দেখতে আসা অসংখ্য মানুষ। তাঁদের অভিযোগ খেলার মাঠে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল, তাতে যে কোন মুহূর্তেই পদপিষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। বেশ কিছু মহিলারা বশ্য খেলা দেখতে এসে হেনস্তার শিকারের অভিযোগ করেছেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ইংরেজবাজার থানার পাশাপাশি জেলা পুলিশের পদস্থ কর্তাদের ময়দানে নামতে হয়। ফুটবল খেলার মাঠে এরকম পরিস্থিতি নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন জেলা পুলিশ ও প্রশাসনের কর্তারা।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ইংরেজবাজার শহরের গুড মর্নিং ক্লাবের আয়োজিত দুই দিনের নৈশ্য নকআউট ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়েছিল ২ এবং ৩ ডিসেম্বর। ফাইনাল খেলার দিন বৃন্দাবনই মাঠে উপস্থিত হয়েছিলেন বাংলা সিনেমার অভিনেতা জিৎ গাঙ্গুলী । আর তাঁকে দেখতেই উপচে পড়ে সাধারণ মানুষের ভিড়। শুধু ফাইনাল খেলার গোলমালই নয়, অভিনেতা জিৎ গাঙ্গুলীকে দেখতেও চরম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় বলে অভিযোগ। রবিবার রাতে ফাইনাল খেলা চলাকালীন আচমকাই একটি গোল বিতর্ক নিয়ে শুরু হয় দুই দলের মধ্যে বলে দাবি ওই টুর্নামেন্টের আয়োজক কর্মকর্তাদের। সেইসময় গোলমালের মধ্যে মাঠের মধ্যে ঢুকে পড়ে একটি ক্লাবের কিছু সমর্থকেরা । শুরু হয়ে যায় মারামারি এবং চরম বিশৃঙ্খলা । এরপরই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে রেফারীকে খেলা কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ করে দিতে হয়। কিন্তু তাতেও বিবাদ মিটে যায় নি বলে অভিযোগ । গোলমাল এতটাই চরম পর্যায়ে পৌঁছায় যে পুলিশকে লাঠি হাতে ময়দানে নামতে হয়। তারপরেই পুলিশের বেধড়ক লাঠিচার্জের অভিযোগ ওঠে। অভিযোগ , সেই সময় আয়োজক সংস্থার কিছু ভলেন্টিয়ারেরাও হাতে বাঁশ নিয়ে দর্শকদের উদ্দেশ্যে তাড়া করে । এই পরিস্থিতিতেই চরম উত্তেজনা তৈরি হয়। খেলা দেখা ছেড়ে নিজেদের প্রাণ বাঁচাতে এদিক সেদিক ছোটাছুটি শুরু করে দেন অনেকে দর্শকেরা।

বকেয়া বেতন মেটানোর দাবীতে ১ ডিসেম্বর থেকে মৃত্যান পরিষেবা বন্ধ

উত্তর দিনাজপুর ঃ গত ৮ মাস ধরে বেতন বন্ধ! বকেয়া বেতন মেটানোর দাবীতে ১ ডিসেম্বর থেকে মৃতযান পরিষেবা বন্ধ রেখে প্রতিবাদ মাতৃযান' চালক ও মালিকদের। সমবায় এমনই চিত্র ধরা পরল উত্তর দিনাজপুর জেলার ইসলামপুর সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে যার জেরে সমস্যায় রোগী সহ রোগীর আত্মীয় পরিজনেরা। উত্তর দিনাজপুর জেলার ইসলামপুর সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে মাতৃযান এর সংখ্যা বর্তমানে ৫ টি। ইসলামপুর সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে ইসলামপুর মহকুমার বাসিন্দা নির্ভরশীল। কিন্তু গত ১ ডিসেম্বর থেকে মাতৃযান পরিষেবা বন্ধ থাকার কারণে চরম সমস্যায় পরেছে রোগী ও রোগীর আত্মীয় পরিজনেরা। ফলে একদিকে যেমন সমস্যায় পড়েছেন তো অন্যদিকে মোটা অঙ্কের টাকা দিয়ে প্রাইভেট গাড়ি ভারা করে বাড়ি যেতে হচ্ছে রোগী ও রোগীর পরিজনদের। অভিযোগ, মালিক সহ চালকেরা দীর্ঘ ৮ মাস ধরে বিল পাচ্ছেন না। ফলে চরম সমস্যার মুখে পরতে হচ্ছে তাদের। মাত্র তিন হাজার টাকা বেতনে কাজ করছেন চালকরা। এমনকি একদিকে বকেয়া টাকাও পাচ্ছেন না গাড়ির মালিকরা। ফলে বকেয়া টাকা আদায়ের দাবিতে ১ ডিসেম্বর থেকে শুধু ইসলামপুর নয় গোটা জেলা জুড়ে মাতৃযান পরিষেবা বন্ধ রেখে আন্দোলনে গাড়ির চালক ও মালিকেরা। তাদের দাবি পুরন না হলে তারা এই পরিষেবা বন্ধ রাখবেন বলে জানা গিয়েছে।
অন্যদিকে ইসলামপুর সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান কানাইয়ালাল আগারওয়াল জানিয়েছেন, জেলা স্বাস্থ্য অধিকর্তার সাথে তিনি এ বিষয়ে কথা বলেছেন। জেলা স্বাস্থ্য ও আধিকারিক তাকে জানিয়েছেন যে কেন্দ্রীয় সরকারের পাঠানো টাকা বন্ধ রয়েছে তাই একটু সমস্যা হচ্ছে। গোটা বিষয়টি রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরে জানানো হয়েছে। তবে আগামী ১০-১৫ দিনের মধ্যে সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে বলে আশাবাদী তিনি.

গাজোলে ব্লকে রাসমেলা উৎসব জমজমাট হয়ে উঠেছে

মালদা ঃ গাজোল ব্লকে রাসমেলা উৎসব জমজমাট হয়ে উঠেছে । রবিবার রাতে কবি সম্রাট অসীম সরকার গান করেন। তাঁর গানের শ্রবণে মেতে ওঠে অসংখ্য শ্রোতা ও ভক্তেরা। মালদার গাজোলের রাসমেলাকে কেন্দ্র করে মেলাতে চরম ভিড় দেখা গিয়েছে । মেলাতে মুখরোচক দোকানে কেনার হিড়িক ছিল সাধারণ মানুষের। এছাড়া নাগরদোলা সহ বিভিন্ন দোকানপাট ভিড় দেখা যায়। এই মেলাতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে নিরাপত্তার জন্য রয়েছে কড়া নজরদারি ।কবি সম্রাট অসীম সরকার বলেন,উত্তরবঙ্গের মধ্যে এই মালদার গাজোল রাস উৎসব মেলা অনুষ্ঠান চোখে পড়ার মতোন । গাজোলের ঐতিহ্যবাহী রাস মেলা মর্যাদা সম্পন্ন অনুষ্ঠান। সনাতনী উত্তরবঙ্গের মধ্যে কয়েকটি অনুষ্ঠানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। গাজোলের রাস উৎসবকে প্রশংসা করেন কবি সম্রাট অসীম সরকার ।

রাজ্য ও জাতীয় তীরন্দাজিতে জোড়া সাফল্য পেল জলপাইগুড়ির দুই খেলোয়াড়

জলপাইগুড়ির ঃ জলপাইগুড়ির তোড়লপাড়া নেতাজী বিদ্যাপীঠের দ্বাদশ শ্রেণীর দুই ছাত্র তীরন্দাজি প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে রাজ্য স্তরে সোনা এবং জাতীয় স্তরে ব্রোঞ্জ পদক অর্জন করেছে। এই দুই কৃতী ছাত্রকে আনুষ্ঠানিকভাবে সংবর্ধনা দেওয়া হলো। কলকাতার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে আয়োজিত ৬৭ তম ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট স্কুল গেমস আর্চারি প্রতিযোগিতায় সোনা জয় করেছে জিৎ বর্মন। অনূর্ধ্ব ১৯ বছর বিভাগে এই সাফল্য পেয়েছে সে। অন্য এক কৃতী ছাত্র ধনঞ্জয় রায় জাতীয় প্রতিযোগিতায় ব্রোঞ্জ পদক জয় করেছে। উত্তরপ্রদেশের অযোধ্যায় আয়োজিত ২৯ তম এনটিপিসি সিনিয়র ইন্ডিয়ান রাউন্ড ন্যাশনাল আর্চারি চ্যাম্পিয়নশিপের মিক্স ডাবলস বিভাগে ব্রোঞ্জ পেয়েছে সে। তাদের এই সাফল্যে খুশি বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকারা। প্রত্যন্ত গ্রামের এই দুই কৃতী ছাত্র দারিদ্রতার সঙ্গে লড়াই করে এই সাফল্য অর্জন করেছে বলে জানান শিক্ষকরা। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির সভাপতি অন্যান্য সদস্য, প্রধান শিক্ষক সহ অন্যান্যরা। আগামীদিনে তাদের আরও বড় প্রতিযোগিতায় সাফল্য কামনা করেন তারা।

বিএসএফের গুলিতে জখম ১ বাংলাদেশী, পাচারকারীদের হামলায় এক বিএসএফ জওয়ানও আহত

উত্তর দিনাজপুর ঃ বিএসএফের গুলিতে জখম ১ বাংলাদেশী। জখম ওই বাংলাদেশী পাচারকারীর নাম জহিরুল ইসলাম। বাড়ি বাংলাদেশর ঠাকুরগাঁও জেলার গেরওয়াডাঙ্গী এলাকায়। বিএসএফ সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার ভোরে গোয়ালপোখরের নরগাঁও বিওপির ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকায় কিছু বাংলাদেশি ফেনসিডিল পাচার করছিল। সেই সময় বিএসএফ জওয়ানরা ওই বাংলাদেশী পাচারকারীদের আটকানোর চেষ্টা করলে পাচারকারীরা বিএসএফ জওয়ানদের উপর ধারাল অস্ত্র নিয়ে চড়াও হয়। আত্মরক্ষা করতে গিয়ে বিএসএফ জওয়ানরা পাল্টা গুলি চালালে এক বাংলাদেশী গুলিতে জখম হয়। পাশাপাশি পাচারকারীদের হামলায় এক বিএসএফ জওয়ানও আহত হয়েছে বলে বিএসএফ সূত্রে জানা গিয়েছে। জখম অবস্থায় ওই বাংলাদেশী পাচারকারীকে চিকিৎসার জন্য ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে আনা হয়। এরপর তার শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করে। তদন্ত শুরু করেছে বিএসএফ।

আজ সকালে তিস্তা খালে এক যুবকের লাশ উদ্ধারের পর চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে

শিলিগুড়ি ঃ মর্মান্তিক ও দুঃখজনক ঘটনা, সাত সকালে ফুলবাড়ি মার্ডার মোড় তিস্তা ক্যানেলে জলে তরতাজা যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সোমবার সকালে প্রাত ভ্রমণে বেরিয়ে মার্ডার মোড় ক্যানেল ব্রিজের নিচে এক যুবকের দেহ ভেসে আসতে দেখেন এলাকার এক ব্যাক্তি। এরপর তড়িঘড়ি খবর দেন নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশকে। ততক্ষনে এলাকায় প্রচুর মানুষের ভিড় জমে যায় ফুলবাড়ি ক্যানেল ব্রিজের উপর। এবং পুলিশ এসে তিস্তা ক্যানেলের জল থেকে দেহটিকে উদ্ধার করেন। মৃত যুবকের পকেট থেকে একটি নামি কোম্পানির মোবাইল,একটি হাতের ঘড়ি ও আঁধার কার্ড সহ বেশ কিছু নথিপত্র উদ্ধার হয়। এরপর জানা যায় মৃত যুবকের নাম নবীন সরকার বাবার নাম নিরঞ্জন সরকার বাড়ি শিলিগুড়ি হায়দার পাড়া এলাকায় বয়স অনামানিক ৩৩ । তবে সাত সকালে যুবকের দেহটি কোথা থেকে সে এলো এবং কি করেই বা ঘটনা ঘটলো পুরো ঘটনার তদন্তে নিউ জলপাইগুড়ি থানা পুলিশ। দেহটি উদ্ধার করে উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে পাঠিয়েছে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।

শিলিগুড়ি পুর নিগমে অনুষ্ঠিত হলো কালচারাল কমিটির বৈঠক

শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়ি পুর নিগমে অনুষ্ঠিত হলো কালচারাল কমিটির বৈঠক।এদিন পুরনিগমের আধিকারিকদের নিয়ে কালচারাল কমিটির বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠক শেষে মেয়র জানান আগামীতে শিলিগুড়ি পুর নিগমের উদ্যোগে মাইকেল মধুসূদন দত্তের দ্বিশতবার্ষিকী জন্মজয়ন্তী এবং ঋত্বিক ঘটক, মৃণাল সেন প্রমুখ মহান ব্যক্তিদের জন্মজয়ন্তী উদযাপন করা হবে সেই লক্ষ্যেই এদিনের এই বৈঠক।

১৫ দফা দাবিতে জেলাশাসক দফতরে স্মারকলিপি দিলেন বঙ্গীয় প্রতিবন্ধী কল্যাণ সমিতি

কোচবিহার ঃ বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস উপলক্ষে শারীরিক প্রতিবন্ধীদের উন্নয়নের দাবিতে ১৫ দফা দাবিতে স্মারকলিপি দিল বঙ্গীয় প্রতিবন্ধী কল্যাণ সমিত।২০১৬ সালে সংসদের গৃহীত সমান সুযোগ ও সমান অধিকার আইন মোতাবেক শারীরিক প্রতিবন্ধীদের সামাজিক মর্যাদা ও অর্থনৈতিক পুনর্বাসন দেওয়ার দাবিতে এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রে শারীরিক প্রতিবন্ধীদের ৫ শতাংশ হারে সুযোগসুবিধা দেওয়ার দাবিতে তাদের এই ডেপুটেশন। তাদের দাবি দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করে গেলেও শারীরিক প্রতিবন্ধীরা এই বিষয়ে অবহেলিত ও বঞ্চিত। তাই শারীরিক প্রতিবন্ধীদের এই ১৫ দফা দাবি যদি না মানা হয় তাহলে আগামী দিনে আরো বৃহত্তর আন্দোলন এবং অনশনে বসার হুমকি দিলেন।

পুরাতন মালদা শিল্পাঞ্চলে কারখানার চিমনি বিকল হয়ে যাওয়ায় দূষিত ছাইয়ে ভরে যাচ্ছে আশেপাশের বেশ কিছু গ্রাম

মালদা ঃ পুরাতন মালদা ব্লকের নারায়নপুর শিল্পাঞ্চলে গুজরাটের একটি নামিদামি শিল্প কারখানার চিমনি বিকল হয়ে যাওয়ায় দূষিত ছাইয়ে ভরে যাচ্ছে আশেপাশের বেশ কিছু গ্রাম। বাড়ির রান্না করা খাওয়ার থেকে শুরু করে ঘরের আসবাবপত্র কয়লার ছাইয়ে ভরে যাচ্ছে বলে গ্রামবাসীদের অভিযোগ । এমনকি অনেকেই ক্ষেত্রে চিমনির ধোঁয়া আস্তারনে থাকা ছাইয়ের জেরে শ্বাসপ্রশ্বাস নিতেও সমস্যায় পড়ছেন বলে অভিযোগ। এমন পরিস্থিতি চলতে থাকার কারণেই পুরাতন মালদা ব্লকের মঙ্গলবাড়ী গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত নারায়ণপুর শিল্পাঞ্চলের আশেপাশের কয়েকটি গ্রামের বাসিন্দাদের মধ্যে চরম অসন্তোষ ছড়িয়েছে। পুরো বিষয়টি তাঁরা ব্লক প্রশাসনকেও জানিয়েছেন । যদিও পুরাতন মালদার নারায়নপুর শিল্পাঞ্চলের অবস্থিত গুজরাটের ওই নামিদামি ইন্ডাস্ট্রির এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, একটা চিমনি বিকল হয়ে গিয়েছে। তিন থেকে চার দিনের মধ্যেই সেটাই মেরামতি করে ফেলা হবে। উল্লেখ্য, পুরাতন মালদা ব্লকের নারায়ণপুর এলাকায় রয়েছে শিল্পাঞ্চল জোন। এখানে ছোট বড় অসংখ্য কলকারখানা ও ইন্ডাস্ট্রি গড়ে উঠেছে। কয়েক বছর আগে গুজরাটের একটি নামিদামি সংস্থার ভুট্টা থেকে হরলিক্সের খাদ্য উপকরণ তৈরির ইন্ডাস্ট্রির গড়ে ওঠে। পুরাতন মালদার এই শিল্পাঞ্চলে গত শনিবার থেকে ওই কারখানার একটি চিমনি বিকল হয়ে যাওয়ার কারণে নারায়নপুর এলাকার আশেপাশের গ্রামে ছাইয়ে ভরে যাচ্ছে। যার কারণে চরম সমস্যায় পড়েছেন আমতলা ,ভাবুক
পুরাতন মালদার নারায়ণপুরে ওই শিল্প কারখানার ম্যানেজার রঞ্জন নিয়োগী জানিয়েছেন, একটি চিমনির বিকল হয়ে যাওয়ার কারণে সাময়িক সমস্যা হয়েছে।। বাইরে থেকে টেকনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারেরা এসে দ্রুত সেটি মেরামতি করে ফেলবে তার জন্য তিন থেকে চার দিন সময় লাগবে। আশা করছি এরপর আর কোন সমস্যা হবে না।

জমি মাফিয়াদের হুমকির ভয়েই আত্মহত্যা মা ও মেয়ের।উল্লেখ সুসাইড নোটে

শিলিগুড়ি ঃ গত রবিবার দুপুরে শিলিগুড়ির ৩৬নম্বর ওয়ার্ডের শান্তিনগর বউবাজার এলাকায় একই ঘর থেকে উদ্ধার হয় মা ও মেয়ের মৃতদেহ। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পরে এলাকায়। পরিবার সূত্রে জানাযায়, সেই বাড়িতে থাকতেন মা (লতা সরকার), বাবা (সাধন সরকার) ও মেয়ে(তিয়াসা সরকার)।
রোজকার মত এদিন সাধন সরকার নিজের কাজে বেরিয়ে যায়, এরপর দুপুরে সে বাড়ি ফিরে এসে দেখে শোয়ার ঘরের দরজা বন্ধ রয়েছে। দীর্ঘক্ষণ ডাকা ডাকির পরেও যখন ভেতর থেকে কোনো রকম সারা শব্দ পাওয়া যায়না, তখন আসে পাশের লোকেদের ডেকে ঘরের দরজা ভাঙার পর তারা দেখতে পায়, ঘরের ভেতরে ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছে লতা সরকার(৪৫) এবং তার পাশেই বিছানার উপর মৃত অবস্থায় পড়ে ছিল মেয়ে তিয়াসা সরকার(২১)। এরপর তৎক্ষণাৎ পরিবারের সদস্যরা পুলিশে খবর দেয় ও ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছায় শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের আশিঘর ফাঁড়ির পুলিশ ও পুলিশ পৌঁছে মৃতদেহ দুটিকে উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায়।মৃতদেহের পাশে পরে থাকা সুসাইড নোটের ভিত্তিতে পাচ জনের নামে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে স্বামী সাধন সরকার।অভিযোগের নামের তালিকায় প্রথমেই দেখা যায় তৃনমুল নেতা তথা জমি মাফিয়া প্রসেঞ্জিত রায়ের নাম,নাম দেখা যায় সুজিত কুমার ঘোষ উরফে (কালা) সহ আরোও তিনজনের।সাধন রায় দাবি করেন জমি সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে মাঝে মাঝে বাড়িতে এসে এরা মেরে ফেলার হুমকি দিত। সেই আতংকেই স্ত্রী লতা সরকার ও তিয়াসা সরকার আত্মহত্যা করে।অভিযুক্তদের কঠোর শাস্তির দাবি জানান তিনি।।
অভিযুক্ত যেই দলেরই হোক না কেন দোষ করলে কঠোর শাস্তি পেতে হবে, এমনটাই জানালেন তৃনমুল নেতা তথা শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব।

হেলমেটহীন মোটরবাইক চালকদের বিরুদ্ধে এবার কঠোর হলো জলপাইগুড়ি সদর ট্রাফিক পুলিশ

জলপাইগুড়ি । হেলমেটহীন মোটরবাইক চালকদের বিরুদ্ধে এবার কঠোর হলো জলপাইগুড়ি সদর ট্রাফিক পুলিশ। ট্রাফিক অফিসার সৈকত ভদ্রর নেতৃত্বে শহরের পি ডব্লিউ ডি মোড়, থানা মোড় সহ বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালানো হচ্ছে। বিনা হেলমেটে মোটরবাইক আরোহী দেখলেই ধরে ধরে ফাইন করা হচ্ছে। সদর ট্রাফিক পুলিশ অফিসার সৈকত ভদ্র জানিয়ে দেন হেলমেট ছাড়া শহরে বাইক চালানো যাবে না। কাউকে হেলমেট ছাড়া দেখলেই জরিমানা করা হবে। জলপাইগুড়ি শহরের পি ডাব্লিউ ডি মোড়, বাবুপাড়া ও কোতোয়ালি সামনে ও শহরের অন্যান্য বেশ কিছু এলাকায় ট্রাফিক পুলিশ কর্মিদের অভিযান চালাতে দেখা যায়। সদর ট্রাফিক ওসি সৈকত ভদ্র মোটর বাইক চালকদের জরিমানা করে জানিয়ে দেন নিম্নমানের হেলমেট পড়ে বাইক চালানো যাবে না। তিনি বলেন, ট্রাফিক আইন সবার জন্য সমান। আইনের ধারা থেকে কেউ পাড় পাবে না। গত বেশ কয়েকদিন ধরে হেলমেট ছাড়া শতাধিক বাইক আরোহীকে জরিমানা করে জলপাইগুড়ি সদর ট্রাফিক পুলিশ।

ভেজাল বীজ সন্দেহে দোকানে তালা দিয়েছে কৃষি বিভাগ

জলপাইগুড়ি ঃ ভেজাল বীজ সন্দেহে দোকানে তালা ঝোলালো কৃষি দফতর।বীজের পরিবর্তে খাওয়ার আলু বীজ বিক্রি হচ্ছে সার্টিফাইড বীজের প্যাকেটে।অভিযোগ পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌছে অভিযান চালালেন সহ কৃষি অধিকর্তা।সোমবার সকালে ধূপগুড়ি শহরের ফালাকাটা রোডে ধূপগুড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ের সামনে একটি দোকানে হানা দেয় ধূপগুড়ি ব্লক কৃষি আধিকারিক তিলক বর্মন।সেখানে কয়েকটি প্যাকেট সন্দেহজনক মনে হয়।যেই প্যাকেটগুলো প্রাথমিক ভাবে অনুমান দ্বিতীয় বার সিল করা হয়েছে। ঘটনার বিষয়ে সহ কৃষি অধিকর্তা তিলক বর্মন জানান,অভিযোগ পেয়েছি।ঘটনাস্থলে এসে সমগ্র দোকানে মজুত আলু বীজ বিক্রি বন্ধ করে দোকান বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।পাশাপাশি দোকান মালিকের কাছে ঐ আলু বীজের প্যাকেটের নথি চেয়ে তিন দিন সময় ধার্য করা হয়েছে।তিন দিনের মধ্যে নথি দেখাতে না পারলে ঐ দোকানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।এছাড়াও এই বিষয়ে অভিযান প্রতিনিয়ত চলবে।এদিকে দোকান মালিক অমিত সরকার ঘটনার বিষয় স্বীকার করে বলেন এক ব্যক্তি গতকাল তার দোকানে ঐ দুই প্যাকেট বীজ রেখে গিয়েছেন।দোকান বন্ধ রেখে কাগজ দেখাতে বলা হয়েছে।উল্লেখ্য প্রতি বছর এই মরসুমে ধূপগুড়ি শহরে কৃষকরা আলু বীজ কিনতে ভিড় জমায়।প্রচুর আলুবীজের দোকান গজিয়ে উঠতে দেখা যায়।যার মাঝেই কিছু অসাধু ব্যবসায়ী ভেজাল আলু বীজ বিক্রি চেষ্টা করে থাকে বলে অভিযোগ।

সম্পাদকীয়

ইউরোপে মাটি ক্ষয়ের সমস্যা

ভালো ফসল ফলানোর জন্য মাটির স্বাস্থ্য ভালো হওয়া খুব জরুরি। কিন্তু নানা কারণে দিন দিন মাটির গুণাগুণ নষ্ট হচ্ছে। উন্নত দেশগুলোর কৃষিজমি উপর থেকে দেখলে সবুজ আর স্বাস্থ্যবান মনে হয়। কিন্তু বিজ্ঞানীরা বলছেন, ভালো করে দেখলে বোঝা যায় মাটির গুণাগুণ দিন দিন কমছে। জাতিসংঘের তথ্য বলছে, বর্তমানে বিশ্বের প্রায় অর্ধেক ভূমিতে প্রাকৃতিক সম্পদের শূন্যতা রয়েছে। মানুষের ভালোমন্দের উপর এর বড় প্রভাব রয়েছে। বন বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গবেষণা বলছে, মাটি ক্ষয়ের কারণে ইউরোপের প্রত্যেক নাগরিকের বছরে ১১২ ইউরো সমপরিমাণ খরচ হচ্ছে। বন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী ড. আলিশার মির্জাবায়েভ বলেন, ''এই খরচ - যদিও দেখা যায় না - মানুষের জীবনের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। যেমন, আমরা ফসল উৎপাদন করলে সেগুলো বাজারে বিক্রি করে কিছু টাকা আয় করতে পারি। কিন্তু

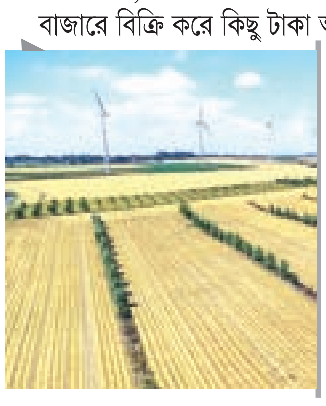

আমাদের যদি একটি বন থাকে, তাহলে বন আমাদের অনেক ইকোসিস্টেম পরিষেবা প্রদান করতে পারে। এই পণ্যগুলির মধ্যে কিছু বাজারে বিক্রি করা যেতে পারে, যেমন কাঠ বা অবনজ পণ্য। কিন্তু অনেকগুলো বিক্রি হয় না, যেমন কার্বন সিকোয়েসট্রেশন। জলশোধন, বায়ু শোধন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মতো আরও অনেক পরিষেবাও বন থেকে পাওয়া যায়।'' এগুলো সব গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবা, যা প্রকৃতি আমাদের বিনামূল্যে দিয়ে থাকে। তবে মানুষ যদি প্রকৃতি ঠিক রাখে, তাহলেই সেটি সম্ভব হয়। কিন্তু গত কয়েক দশকে বিষয়টি এমন ছিল না। তাই, হয় এখন মানুষকে এর জন্য মূল্য দিতে হবে এবং ক্ষতি সারানোর চেষ্টা করতে হবে, নয় পরিণতি ভোগ করতে হবে। ''আমাদের গবেষণায় দেখা গেছে, ভূমি ক্ষয়ের কারণে পূর্ব ইউরোপ ৫ ট্রিলিয়ন ডলার সমপরিমাণ ক্ষতির মুখে পড়বে। আর পশ্চিম ইউরোপের ক্ষতি হবে ১ ট্রিলিয়ন ডলার। অর্থাৎ পুরো ইউরোপের ক্ষতি হবে ৬ ট্রিলিয়ন ডলার,'' বলেন ড. মির্জাবায়েভ। কিন্তু মানুষ কী করেছে যে, মাটির এমন ক্ষতি হয়েছে? অত্যধিক চাষ, যেটা থেকে কার্বন নির্গত হয়, আধুনিক কৃষিপদ্ধতি ব্যবহার, একটিমাত্র ফসল চাষের সংস্কৃতি এবং সারের অসম ব্যবহারের কারণে মাটির ক্ষতি হয়েছে। সারা বিশ্বে মাটির গুণাগুণ ফিরিয়ে আনতে কী করতে হবে? এক্ষেত্রে মূল চাবিকাঠি হচ্ছে, সঠিক নীতি গ্রহণ, বলছেন ড. মির্জাবায়েভ। তিনি বলেন, ''একদিকে সরকার বিষয়টি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। একইসময়ে সরকার প্রণোদনা দিতে পারে, বলতে পারে 'আপনি দারুণভাবে ভূমি ব্যবস্থাপনা করছেন, যে কারণে ইকোসিস্টেম পরিষেবা বাড়ছে, এর উন্নতি হচ্ছে। তাহলে আপনি কম কর দিচ্ছেন না কেন? বা আপনি কেন বেশি ভর্তুকি পাবেন না?'' মির্জাবায়েভ বিশ্বাস করেন, মাটির ক্ষয় বিষয়ে মানুষকে জরুরি ভিত্তিতে সচেতন করা উচিত। সে কারণে তিনি 'সেভ সয়েল' আন্দোলনের একজন বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করছেন। যোগী ও পরিবেশবাদী অ্যাক্টিভিস্ট সদগুরু ২০২২ সালে এই আন্দোলন শুরু করেছিলেন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, জাতিসংঘসহ বিভিন্ন সংস্থা এতে সমর্থন জানিয়েছে। অনেক বিজ্ঞানী মনে করছেন, নীতি পরিবর্তন করা না হলে ২০৫০ সালের মধ্যে বিশ্বের ৯০ শতাংশ মাটির উপরিভাগ ঝুঁকিতে পড়বে।

লোকসভা থেকে বহিষ্কৃত মহুয়া মৈত্র

তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রকে লোকসভা থেকে বহিস্কার করা হলো। লোকসভায় ধ্বনিভোটে বহিস্কারের প্রস্তাব গৃহীত হয়।
এই প্রস্তাব নিয়ে ভোটাভুটির সময় অধিকাংশ বিরোধী দল লোকসভায় ছিল না। তারা ওয়াকআউট করে চলে যায়। তবে সব বিরোধী দল একসঙ্গে ভোট দিলেও মহুয়াকে নিয়ে সিদ্ধান্ত বদল হত না। কারণ, লোকসভায় বিজেপি ও তার শরিকদের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছে।

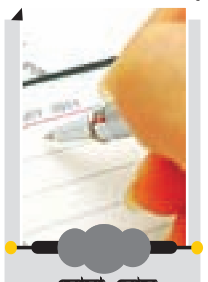

সোমা বোস
প্রাবন্ধিক

মহুয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, তিনি লোকসভা সাংসদ হিসাবে পাওয়া আইডি ও পাসওয়ার্ড দুবাইয়ের ব্যবসায়ী দর্শন হীরানন্দানিসহ অন্যদের দিয়েছেন। তারা মহুয়ার নামে প্রশ্ন জমা দিয়েছেন। যেটা নিয়মানুযায়ী তারা করতে পারেন না। তাছাড়া দর্শন হীরানন্দানির কাছ থেকে তিনি অর্থসহ নানা সুযোগসুবিধা নিয়েছেন। অর্থের বিনিময়ে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছেন মহুয়া। এথিক্স কমিটির রিপোর্টে তাই মহুয়াকে বহিস্কার করার কথা বলা হয়েছে।
এথিক্স কমিটির রিপোর্ট শুক্রবার লোকসভায় পেশ করা হয়। তারপর এই রিপোর্ট নিয়ে আধঘণ্টা আলোচনার পর মহুয়াকে বহিস্কারের প্রস্তাব পাস হয়।
লোকসভা থেকে বহিস্কৃত হওয়ার পর মহুয়া বলেছেন, ''কোনো অর্থের লেনদেন হয়েছে, তার কোনো প্রমাণ নেই। আমি লোকসভার নিয়মাবলী ভালো করে পড়েছি। সেখানে আইডি, পাসওয়ার্ড শেয়ার করা যাবে না, এমন কোনো কথা বলা হয়নি। মোদী সরকার যদি মনে করে, এভাবে মুখ বন্ধ করতে পারলে তারা আদানির বিষয়টি থেকে বাঁচবে, তাহলে তারা ভুল করছে।''
মহুয়া যখন সাংবাদিকদের এই কথা বলছেন, তখন তার পিছনেই দাঁড়িয়ে সোনিয়া গান্ধীসহ কংগ্রেস ও বিরোধী নেতানেত্রীরা। তৃণমূলের নেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, ''ইন্ডিয়া জোটের যত রাজনৈতিক দল ছিল, সকলেই একজোট হয়ে মহুয়াকে সমর্থন করেছে এবং গান্ধীমূর্তির সামনে এসে বিক্ষোভ দেখিয়েছে।''
এবাবেই মহুয়াকে লোকসভা থেকে বহিস্কার করার বিষয়টি বিজেপি বনাম বিরোধী লড়াইয়ে পরিণত হয়েছে এবং রাজনৈতিক চরিত্র পেয়ে গেছে।
সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, ''তৃণমূলের পক্ষ থেকে মহুয়া লোকসভায় বলবেন। যার বিরুদ্ধে অভিযোগ, তাকে বলতে দেয়া উচিত।'' তখন স্পিকার ওম বিড়লা বলেন, ''২০০৫ সালে ১০ জন সাংসদের বিরুদ্ধে ক্যাশ ফর কোয়ারির অভিযোগ ওঠে। এথিক্স কমিটি রিপোর্ট দেয়। তখন লোকসভায় ওই সাংসদদের বলতে দেয়ার দাবি উঠেছিল।

কিন্তু তৎকালীন স্পিকার সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় বলেছিলেন, সাংসদরা কমিটির কাছে তাদের কথা বলেছেন। লোকসভায় আর তারা বলতে পারবেন না।''
ওম বিড়লা জানান, তিনি সাবেক স্পিকারের রুলিং অনুসরণ করছেন। এটাই সংসদের রীতি।
তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, ''মহুয়ার জবাব দেয়ার সাংবিধানিক অধিকার আছে। বলা হয়েছে, টাকার লেনদেন হয়েছে। প্রমাণ কোথায়? কত টাকার লেনদেন হয়েছে?''
এথিক্স কমিটির রিপোর্টে সুপারিশ করা হয়েছে, মহুয়া গুরুতর অপরাধ করেছেন, তাকে লোকসভা থেকে বহিস্কার করা উচিত। তার বিরুদ্ধে আইনি তদন্ত করা উচিত। আর যে টাকার লেনদেন হয়েছে, তা খুঁজে বের করা উচিত।

অভিযোগ কী?

বলা হয়েছে, মহুয়া তার সাংসদ হিসাবে লোকসভায় লগ ইন করার ক্রেডেন্সিয়াল দুবাইয়ের ব্যবসায়ী দর্শন হীরানন্দানিকে দিয়ে দিয়েছিলেন। দুবাই থেকে বহুবার লগ ইন করা হয়েছে। সরকারের বিরুদ্ধে মহুয়ার নামে প্রশ্ন জমা পড়েছে। অভিযোগ, মহুয়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার জন্য দুই কোটি টাকা পেয়েছেন। এই অভিযোগ মহুয়া বারবার অস্বীকার করেছেন।
অভিযোগ, মহুয়ার ১৪টি বিদেশ সফরের কোনো হিসাব নেই।
বিজেপি সাংসদ হীনা গাভিত লোকসভায় বলেছেন, ''এপর্যন্ত ১৩জন সাংসদকে দুর্নীতির জন্য লোকসভা থেকে বহিস্কার করা হয়েছে। হীরানন্দানির পাঁচটি ক্ষেত্রে ব্যবসায়িক স্বার্থ হয়েছে। মহুয়া লোকসভায় ৬১ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছেন। ৫০টি প্রশ্ন এই পাঁচ সেক্টর নিয়েই। ৪৭ বার দুবাই থেকে অ্যাকাউন্ট লগ ইন করা হয়েছে। ছয়বার যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, নেপাল থেকে লগ ইন করে প্রশ্ন দেয়া হয়েছে।''
তিনি জানিয়েছেন, ''মহুয়া নিজেই বলেছেন, তিনি এই লগ ইন পাসওয়ার্ড হীরানন্দানিকে দিয়েছেন। হীরানন্দানির হলফনামা এথিক্স কমিটির কাছে আছে। দিল্লি, দুবাই, বেঙ্গালুরু ও অ্যামেরিকা থেকে একইদিনে অ্যাকাউন্ট লগ ইন করা হয়েছে। যা গোপন রাখার কথা, তা মহুয়া চারজনকে শেয়ার করছেন। মহুয়ার জন্য সব সংসদের ভাবমূর্তি খারাপ হয়েছে।''
শুক্রবার সংসদ ভবনে ঢোকার মুখে মহুয়া কাজী নজরুল ইসলামের কবিতাও বলেন। তিনি বলেন, ''বাংলায় নজরুলের একটি কবিতা আছে, 'অসত্যের কাছে কভু নত নাহি কর শির ভয়ে কাঁপে কাপুরুষ, লড়ে যায় বীর।'' মহাভারতের প্রসঙ্গ তুলে মহুয়ার দাবি, ''এরা বস্ত্রহরণ শুরু করেছে। এবার মহাভারতের যুদ্ধ হবে।'' মা দুর্গা এসে গেছে বলে তিনি সংসদ ভবনের ভিতরে ঢুকে যান।
তৃণমূল তো বটেই, বিরোধী দলগুলি মহুয়ার পাশে দাঁড়িয়েছে। লোকসভায় কংগ্রেসের নেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরী সাংবাদিকদের বলেছেন, ''এরকম প্রতিহিংসার রাজনীতি কেন হবে? একটা নজির তৈরি করা হচ্ছে। আজ তো কলঙ্কের দিন।'' লোকসভায় তৃণমূলের নেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ও বলেছেন, ''কেন এত তড়িঘড়ি করে সিদ্ধান্ত নেয়া হচ্ছে। শুক্রবার হলো লোকসভায় প্রাইভেটস মেম্বারস ডে। এই দিন অনেক সাংসদ নিজের ফিরে যান। মনে হচ্ছে, রাজনৈতিক শত্রুতার জন্যই এরকম করা হচ্ছে।''
কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর বলেছেন, ''কমিটি উপযুক্ত পদ্ধতিও অনুসরণ করেনি। আড়াই মিনিটে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। মহুয়াকে নিজের কথা বলতে দেয়া হয়নি।'' কংগ্রেস নেতা কার্তি চিদম্বরমের মন্তব্য, ''এর ফলে মহুয়া আরো ৫০ হাজার ভোট বেশি পাবেন।''
বিজেপির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বলেছেন, ''শূর্পনখার জন্য মহাভারত হয়নি।'' নাম না করে তিনি মহুয়াকে শূর্পনখার সঙ্গে তুলনা করেছেন।
বিজেপি সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, ''ভারতের সুরক্ষার সঙ্গে কেউ আপস করলে সেটা ভয়ংকর বিষয়। তাই আমরা শাস্তি চাই।''
প্রবীণ সাংবাদিক শুভাশিস মৈত্র ডিডাব্লিউকে বলেছেন, ''বিষয়টি রাজনৈতিক রূপ নিয়েছে । বিরোধীরা রাজনৈতিকভাবে এর মোকাবিলা করছে। বিজেপিও এর থেকে রাজনৈতিক লাভ পাওয়ার চেষ্টা করবে।''

সাময়িকী

কয়লার ব্যবহার বন্ধে বিভিন্ন দেশের পরিকল্পনা

বিশ্বের বিভিন্ন দেশ কয়লার ব্যবহার থেকে সরে এসে নবায়নযোগ্য জ্বালানির দিকে ঝুঁকছে। এক্ষেত্রে দেশগুলো বিভিন্ন কৌশল ও সময়সীমা অনুসরণ করছে। সৌর ও বায়ুশক্তির মতো নবায়নযোগ্য জ্বালানি নিয়ে ভারতের অনেক বড় লক্ষ্য রয়েছে। ২০৭০ সালের মধ্যে কার্বনমুক্ত হতে সরকার অনেক বিনিয়োগ করছে। কিন্তু বিষয়টি কঠিন, কারণ কয়লাখাতে অনেক মানুষ চাকরি করছেন। চাহিদা

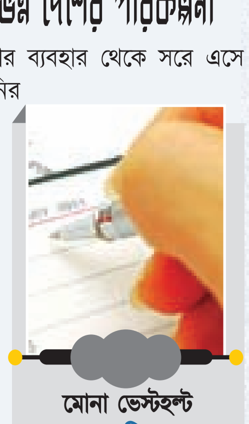

মোনা ভেস্টহল্ট
প্রাবন্ধিক

মেটাতে ভারত এখনও বিদেশ থেকে কয়লা আমদানি করছে। বিশ্লেষকরা আশা করছেন, ভবিষ্যতে আমদানি কমবে, কিন্তু অভ্যন্তরীণ উৎপাদন চলতে থাকবে। টেকসই এনার্জি ট্রানজিশন বিশেষজ্ঞ পাওইয়ুওই বলছেন, কয়লাচালিত বিদ্যুৎকেন্দ্রের নির্গমন ধরে মাটির নীচে জমা করছে ভারত। ''আমি মনে করি না, এটা বাস্তবসম্মত। কারণ, আমরা দেখছি, ফটোভল্টেয়েক বিদ্যুৎকেন্দ্র, নবায়নযোগ্য জ্বালানি আসলে, কয়লাচালিত বিদ্যুৎকেন্দ্রের চেয়ে সস্তার হতে পারে,'' বলেন তিনি।
ইন্দোনেশিয়া বিশ্বের সবচেয়ে বড় কয়লা রপ্তানিকারক। তারপরও দেশটি তার ১৭ হাজারের বেশি দ্বীপকে ২০৬০ সালের মধ্যে কার্বন নিউট্রাল করতে চায়। কিন্তু দেশটির নীতি পরস্পরবিরোধী। ''তারা বলছে, তারা হয়ত কয়লার ব্যবহার বন্ধ করবে, কিন্তু প্রতিবেশী দেশগুলোতে কয়লা রপ্তানি করবে। সেক্ষেত্রে কার্বন নিগর্মনের দায়টা সেই সব দেশের উপর বর্তাবে। ইন্দোনেশিয়ায় জিওথার্মাল এনার্জি ও ফটোভল্টেয়েকের অনেক সম্ভাবনা আছে। কিন্তু এই মুহূর্তে আমরা এসবের খুব বেশি বাস্তবায়ন দেখতে পাচ্ছি না এমনকি ফটোভল্টেয়েকের ক্ষেত্রেও, কারণ বাজারে প্রবেশের সম্ভাবনা সীমিত,'' বলেন পাওইয়ুওই।
যুক্তরাষ্ট্রও কয়লার ব্যবহার বন্ধের পরিকল্পনা করছে। ২০৩৬ সালের মধ্যে সব কয়লাচালিত বিদ্যুৎকেন্দ্র বন্ধ করতে চায় দেশটি। কিন্তু কিছু রাজ্য কর্তৃপক্ষ এর বিরোধিতা করছে, কারণ এই খাতে অনেক মানুষ কাজ করছেন। তবে এটি এখন ভালোভাবেই প্রমাণিত যে, নবায়নযোগ্য জ্বালানিও এখন একটি লাভজনক উৎস, এবং এটি বাড়ছে। পাওইয়ুওই বলেন, ''টেক্সাসের মতো কিছু রাজ্যের কথা ভাবলে মনে হবে যেন, তারা জীবাশ্ম জ্বালানি পছন্দ করে। তবে এমন অনেক কোম্পানিও আছে যারা বুঝতে পেরেছে যে, বায়ুশক্তি, ফটোভল্টেয়েক ইত্যাদি করেও লাভবান হওয়া সম্ভব, কেননা টেক্সাসে পর্যাপ্ত সূর্যের আলো আছে, অনেক বাতাস আছে। এছাড়া এমন অনেক জায়গা আছে, যেখানে আপনি কী বানাবেন, তা নিয়ে চিন্তিত হওয়ার মতো অনেক মানুষ নেই।''
জার্মানিও আগামী ১৫ বছরের মধ্যে কয়লা থেকে বের হইতে চাইছে। দেশটিতে এখনও কয়লার প্রয়োজন আছে। কারণ এখনও ৪০ শতাংশ বিদ্যুতের জন্য জার্মানি কয়লার উপর নির্ভরশীল। দেশটি দ্রুত নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে চলে যেতে পারে, কিন্তু সেক্ষেত্রে কিছু চ্যালেঞ্জ আছে। টেকসই এনার্জি ট্রানজিশন বিশেষজ্ঞ পাওইয়ুওই বলেন, ''মানসম্মত পদ্ধতি বের করা, পরিবেশ নিয়ে উদ্বেগের কথা ভাবা, মানুষের ভালোমন্দ বিষয়ে যত্নশীল হওয়া, অর্থাৎ গ্রামের খুব কাছে স্থাপনা নির্মাণ না করা, পশুপাখির যত্ন নেওয়া এবং শুধু সাগরের বুকে নয়, উপকূলীয় এলাকাতেও বায়ু শক্তি উৎপাদনের সম্ভাবনা কাজে লাগানো ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আমরা কাজ করছি।''
বিশ্বের সবচেয়ে বড় কার্বন নির্গমনকারী দেশ চীন। গত কয়েক দশকে দেশটির অভূতপূর্ব অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সম্ভব করতে বিশাল পরিমাণ কয়লার ব্যবহার ভূমিকা রেখেছে। কিন্তু দেশটিতে এখন আর কয়লার ব্যবহার বাড়ছে না। কারণ চীন বুঝতে পেরেছে, নবায়নযোগ্য জ্বালানিও লাভজনক হতে পারে এবং সে কারণে দেশটি এখন এই খাতে বিশ্বের অন্যতম বড় শক্তি। ''তারা ২০৬০ সালের মধ্যে পুরো দেশকে কার্বন নিউট্রাল করতে চাইছে। আমার মতে, এটি একটি উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা। তবে পাঁচ বছর মেয়াদি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে চীন দেখিয়েছে যে, যদি তারা কিছু চায়, তাহলে এ ধরনের লক্ষ্য অর্জন করতে তারা সক্ষম,'' বলেন পাওইয়ুওই। সাউথ আফ্রিকা এখনও কয়লা দিয়ে প্রায় ৯০ শতাংশ বিদ্যুৎ উৎপন্ন করছে। তবে এতে পরিবর্তন আসছে। সাত বছর আগে সে দেশের জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় কয়লা থেকে সরে আসার পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তবে এটি বাস্তবায়নে ২০৩০ সাল নাগাদ প্রায় ৫৫০ বিলিয়ন ইউরো খরচ হবে বলে বিশ্বব্যাংক মনে করছে।

এআইর সাহায্যে ভারতে ১২১ ভাষার ডেটাবেস হচ্ছে

ভারতে চালু ১২১টি ভাষার মানুষের কাছে অনুবাদের মাধ্যমে পৌঁছে যাবে যে কোনো তথ্য। ইংরেজির উপর নির্ভরশীলতা কমবে।

দক্ষিণ ভারতের রাজ্য কর্ণাটকের একটি গ্রামের মানুষ কয়েক সপ্তাহ ধরে একটার পর একটা বাক্য কন্নড় ভাষায় বলে যাচ্ছিলেন। আর তা একটি অ্যাপে তুলে নেয়া হচ্ছিল। এই অ্যাপটি হলো টিবির জন্য দেশের প্রথম কৃত্রিম মেধা বা এআইভিত্তিক চ্যাটবট।

ভারতে চার কোটি মানুষ কন্নড় বলেন। দেশের ২২টি স্বীকৃত সরকারি ভাষার মধ্যে কন্নড় একটি। ভারতে এমন ১২১টি ভাষা আছে, যা ১০ হাজার বা তার বেশি মানুষ ব্যবহার করেন। কিন্তু খুব কম ভাষাই ন্যাচরাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং (এনএলপি)তে আছে।

এনএলপি হলো এআইএর একটি শাখা, যার মাধ্যমে কম্পিউটার কথ্য ও লিখিত ভাষা বুঝতে পারে। তাই এনএলপিতে তথ্য না থাকলে সেই ভাষাকে কম্পিউটার বা নেটবাহিত বিভিন্ন মাধ্যম মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পারে না। ফলে কোটি কোটি ভারতীয় নিজের ভাষায় প্রয়োজনীয় তথ্য জানা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন এবং আর্থিক সুবিধাও পাচ্ছেন না।

এবার এই খামতিটুকু দূর করতে উদ্যোগী হয়েছে, মাইক্রোসফট, গুগলের মতো সংস্থাগুলি। তারা ১২১টি ভারতীয় ভাষায় লিখিত ও কথ্য ডেটা সংগ্রহ করছে, যার মাধ্যমে নিজের ভাষায় সব তথ্য ভারতীয়দের কাছে পৌঁছে যায়।

মাইক্রোসফট রিসার্চ ইন্ডিয়ার প্রধান গবেষক কালিকা বালি বলেছেন, ''কৃত্রিম মেধাভিত্তিক টুলগুলিকে যদি সকলের কাছে পৌঁছাতে হয়, তাহলে ইংরেজি, ফরাসি, স্প্যানিশ ভাষার বাইরের মানুষদের কাছে যেতে হবে।'' কালিকা জানিয়েছেন, ''ভারতীয় ভাষাগুলির যদি বিশাল ডেটাবেস তৈরি করতে হয়, তাহলে ১০ বছর সময় লেগে যাবে। তাই আমরা পর্যায়ক্রমে কাজটা করতে পারি। চ্যাটজিপিটি ও লামার মতো এআই মডেলের সাহায্যে তা করা সম্ভব।''

মাইক্রোসফট বা গুগলের জন্য ডেটা বা তথ্য সংগ্রহ করছে টেক ফার্ম কারিয়া। কর্ণাটকের ওই গ্রামের মানুষের মতো বিভিন্ন জায়গায় মানুষরা তাদের ভাষায় সমানে কথা বলছেন। তা রেকর্ড করা হচ্ছে। পরে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অন্য পরিষেবার ক্ষেত্রে এই তথ্য ব্যবহার করবে কৃত্রিম মেধাভিত্তিক টুলগুলি।

ভারত সরকারও চাইছে, ডিজিটালি আরো বেশি পরিষেবা মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে। তারাও একটা ভাষার তথ্যভাণ্ডার গড়ে তুলতে চাইছে। এআইয়ের মাধ্যমে ভাষা অনুবাদ ব্যবস্থা ভাষিনী টুলের মাধ্যমে তারা করতে চাইছে। এর ফলে এআই টুল তৈরির জন্য স্থানীয় ভাষায় ওপেন ডেটা সোর্স তৈরি থাকছে।

এই প্ল্যাটফর্মে অংশ নেয়ার জন্য মানুষকে এগিয়ে আসতে বলা হচ্ছে। তারা নিজের ভাষায় বাক্য বলছেন। টেক্সট অনুবাদ করছেন। ভাষিনীতে কয়েক লাখ ভারতীয় অংশ নিয়েছেন।

মুম্বইয়ের কম্পিউটেশন ফর ইন্ডিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ টেকনলজি ল্যাবের প্রধান পুষ্পক ভট্টাচার্য বলেছেন, ''সরকার বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় ডেটা সেট তৈরির কাজে খুবই গুরুত্ব দিচ্ছে। শিক্ষা, পর্যটন ও আদালতে এই অনুবাদ টুলগুলির ব্যবহার শুরু হয়ে গেছে।''

তিনি জানিয়েছেন, ''এর মধ্যে চ্যালেঞ্জও আছে। অনেক ভারতীয় ভাষায় কথা বলার একটা ঐতিহ্য আছে, কিন্তু ইলেকট্রনিক রেকর্ড বেশি নেই। তাছাড়া প্রচুর কোড মিক্সিং আছে। তাছাড়া যে সব ভাষা খুব প্রচলিত নয় বা খুব বেশি মানুষ কথা বলেন না, তার তথ্য সংগ্রহ করার জন্য বিশেষ তাগিদ দরকার।''

এনএলপিতে কয়টা ভাষা?

গোটা বিশ্বে সাত হাজারের বেশি ভাষা প্রচলিত আছে। তার মধ্যে এনএলপিতে আছে একশটিরও কম ভাষা। এখানে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে ইংরেজি ভাষা।

চ্যাটজিপিটি ও গুগল বার্ডে শুধু ইংরেজি ব্যবহার হয়। অ্যামাজন অ্যালেক্সা নয়টি ভাষা ব্যবহার করে। তার মধ্যে ইউরোপের বাইরে তিনটি ভাষাই আছে, আরবি, হিন্দি ও জাপানি।

সরকার ও স্টার্ট আপ কোম্পানিগুলি অন্য ভাষাগুলি যাতে এখানে আসে, তার জন্য কাজ করছে।

কালিকা বালি মনে করেন, ''ভারতে ক্রাউডসোর্সিং একটা উপযুক্ত ও ভালো পদ্ধতি।'' কালিকার নাম টাইম ম্যাগাজিনে এআইর ক্ষেত্রে সবচেয়ে প্রভাবশালী একশ জনের তালিকায় আছে। তিনি জানিয়েছেন, ''ভারতীয় ভাষার তথ্য সংগ্রহের সময় তার ভাষাগত, সাংস্কৃতিক, আর্থসামাজিক বিষয়টা মাথায় রাখতে হবে।''

অলাভজনক সংস্থা কারিয়া গরিবি রেখার নিচে থাকা মানুষদের দিয়ে কাজটা করায়। এক ঘণ্টার তথ্যের জন্য তাদের পাঁচ ডলার দেয়া হয়। এই সব তথ্যের একটা অংশের মালিকানা ওই মানুষদের কাছে থাকে, যাতে তারা ভবিষ্যতে রয়্যালটি পেতে পারে।

বালি জানিয়েছেন, ''আগে ওড়িয়া ভাষার ডেটা তিন থেকে চার ডলারে কেনা যেত। এখন তা কিনতে ৪০ ডলার লাগে।''

ভারতে ১১ শতংশের মতো মানুষ ইংরাজি ভাষায় কথা বলতে পারেন। একটা বড় অংশই ইংরেজি লিখতে বা পড়তে পারেন না। তাই বেশ কিছু এআই মডেল স্পিচ ও স্পিচ রেকগনিশনের উপর জোর দিয়েছে।

গুগলের প্রজেক্ট 'বাণী' বা 'ভয়েস' ১০ লাখ ভারতীয়র স্পিচ ডেটা সংগ্রহ করেছে। তারা সেটা ওপেন সোর্সিং করেছে, যাতে স্পিচ রেকগনিশনে কাজে লাগে ও স্পিচ টু স্পিচ অনুবাদ করা যেতে পারে।

বেঙ্গালুরুর একস্টেপ ফাউন্ডেশনের অনুবাদ টুল ভারত ও বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্টে ব্যবহার করা হচ্ছে। এআইফরভারত 'যুগলবন্দি' বলে একটা টুল চালু করেছে। তারা এবং এআই ভিত্তিক চ্যাটবট সরকারের জনকল্যাণ প্রকল্প নিয়ে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় প্রশ্নের জবাব দিতে পারে। 'গ্রাম বাণী' নামে সামাজিক প্রকল্প কৃষকদের কাছে তাদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দিচ্ছে ও কল্যাণ প্রকল্প সম্পর্কে জানাচ্ছে। তারা এআই ভিত্তিক চ্যাটবট ব্যবহার করেই এটা করছে। অটোমেটিক স্পিচ রেকগনিশন প্রযুক্তি ব্যবহার করার ফলে তৃণমূল স্তরের মানুষকে তাদের ভাষায় সব তথ্য দেয়া সম্ভব হচ্ছে।

এই যে এআইয়ের সাহায্যে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার ডেটাবেস তৈরি হচ্ছে, তারপর কথ্য বা লিখিতভাবে তার ব্যবহার করা হবে, অন্য ভাষা থেকে অনুবাদ পৌঁছে যাবে সাধারণ মানুষের কাছে, তাতে কী উপকার হবে? এআই নিয়ে কাজ করেন একটি বেসরকারি সংস্থার কর্মী সৃজনী। তিনি ডিডাব্লিউকে বলেছেন, ''ভারতে চালু ১২১টি ভাষায় কথা বলা মানুষের কাছে দিগন্ত খুলে যাবে। ইংরেজি জানতেই হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতাও সাধারণ মানুষের থাকবে না। অনুবাদের মাধ্যমে তাদের ভাষায় সবকিছু পৌঁছে যাবে।''

জানা অজানা

জার্মানিতে ট্রেন চালকদের ধর্মঘট

বৃহস্পতিবার রাতে জার্মানিজুড়ে ট্রেন চালকরা একদিনের ধর্মঘট পালন করছেন। ফলে প্রচুর ট্রেন বাতিল হওয়ার সম্ভাবনা।
জার্মানির জাতীয় রেলওয়ের ট্রেন চালকদের এই ধর্মঘট শুক্রবার রাত পর্যন্ত চলবে। এর জেরে কয়েক হাজার ট্রেন বাতিল হবে বলে মনে করা হচ্ছে। এছাড়া সন্ধ্যা ছয়টা থেকে মালগাড়িও চলবে না। ট্রেন চালকদের এই ধর্মঘটের ফলে দূরপাল্লার ট্রেনের পাশাপাশি আঞ্চলিক ট্রেন চলাচলও বিঘ্নিত হবে। এই বছরে এই নিয়ে চারবার ধর্মঘটে গেলেন সরকারি রেলের কর্মীরা। গত ১৫ ও ১৬ নভেম্বরে কর্মীদের ধর্মঘটের জেরে ৮০ শতাংশ ট্রেন বাতিল করতে হয়েছিল।

কোন দাবিতে ধর্মঘট?

ট্রেন চালকদের ইউনিয়ন জিডিএলের দাবি, মাসিক বেতন ৫৫৫ ইউরো(প্রায় ৬৬ হাজার টাকা) বাড়াতে হবে। তাছাড়া সপ্তাহে কাজের সময় ৩৮ ঘণ্টা থেকে ৩৫ ঘণ্টা করতে হবে। এছাড়া মুদ্রাস্ফীতির পরিপ্রেক্ষিতে এককালীন তিন হাজার ইউরো দিতে হবে। রেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, কাজের সময় কম করা যাবে না। তবে তারা ১১ শতাংশ বেতন বাড়াতে রাজি। ডিজিএলের চেয়ারম্যান আগে ঘোষণা করেছিলেন যে, রেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাদের আলোচনা গত ২৪ নভেম্বর ভেস্তে গেছে। তারপর ইউনিয়ন পুরোদস্তুর ধর্মঘটে যাওয়ার বিষয়ে সদস্যদের রায় জানতে ভোটাভুটি করছে। বড়দিনের আগে তার ফল জানা যাবে।
রেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, ''এই একদিনের ধর্মঘট দায়িত্বজ্ঞানহীন ও স্বার্থপর কাজ।'' রেলের হিউম্যান রিসোর্স ডিরেক্টর মার্টিন সেইলার জানিয়েছেন, ''কর্মীদের এই দাবি মানা সম্ভব নয়। তারপরেও তারা আলোচনায় না বসে ধর্মঘটের পথে গিয়েছে। একেবারে অপ্রয়োজনীয় পদক্ষেপ।'' জার্মানির সিভিল সার্ভিস ফেডারেশন এই দাবির বিরোধিতা করেছে। জিডিএল রেলকর্মীদের ছোট ইউনিয়ন বলে পরিচিত। কিন্তু ট্রেন চালকরা এই ইউনিয়নের সদস্য বলে তাদের যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে।

পাঠকের চিঠি

সাত বছরের গাফিলতির অবসান ঘটালেন ওয়াশিম

প্রায় সাত বছর আগে পরিবর্তন হয়েছে লাভপুর ব্লকের কুরুন্নাহার ব্রাঞ্চ পোস্ট অফিসের পিন কোড, এলাকাটি আগে লাভপুর সাব পোস্ট অফিস ৭৩১৩০৩ পিন কোডের অধীনে ছিল পরে সেটা ৭৩১৩০৪ পিন কোডে পরিবর্তন হয়ে কুরুন্নাহার সাব পোস্ট অফিস হয় । কিন্তু পিন কোড পরিবর্তন হলেও প্রায় ৭ বছর যাবৎ পিন কোডটি আধার সার্ভারে আপডেট ছিল না বা কোনো কতৃপক্ষ এবিষয়ে নজর দেননি । ফলে এলাকার মানুষ তাঁদের আধার কার্ডে পিন কোডটি আপডেট দিতে পারেন না । যার ফলে এলাকার মানুষদেরকে বাধ্য হয়েই ৭৩১৩০৩ পিন কোডটি ব্যবহার করতে হয় । যারফলে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় চিঠিপত্র লাভপুর সাব পোস্ট অফিসের মাধ্যমে ঘুরে কুরুন্নাহার সাব পোস্ট অফিসে পৌঁছাতো । আবার অনেক সময় লাভপুর থেকেই জরুরি চিঠিপত্র অন্যত্র চলে যেত । এর ফলে এলাকার মানুষজনকে সমস্যার সম্মুখীন হতে হত, এমনকি ডাক পিওনকেও ঝামেলা পোহাতে হত । এলাকার অন্যান্য মানুষের মতোই দীর্ঘদিন ধরে এই সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছিলেন ওই এলাকারই কাজীপাড়া গ্রামের বাসিন্দা প্রায়ত পল্লীকবি মহম্মদ ওয়ারেস এর পরিবার । এই সমস্যার সমাধানের কথা ভেবে মহম্মদ ওয়ারেস পুত্র মহম্মদ ওয়াশিম গত ১৪ নভেম্বর ২০২৩ তারিখে পোষ্টাল ডিপার্টমেন্টকে ওই মর্মে একটা আর.টি.আই জমা করেন, সেই আর.টি.আই ফরওয়ার্ড হয় বীরভূম পোষ্টাল সুপারকে, তিনি সেই আর.টি.আই ফরওয়ার্ড করেন UIDAI অর্থাৎ আধার কতৃপক্ষকে তারপর সেই আর.টি.আই ফরওয়ার্ড হয় UIDAI RO রাঁচিতে এবং তারপরেই আধার ডিপার্টমেন্ট তৎপর হন পিন কোডটি আধার ডাটা বেসে আপডেট করতে । গত ৭ ডিসেম্বর UIDAI RO রাঁচির সেন্ট্রাল পাবলিক ইনফরমেশন অফিসার নিরজ কুমার আর.টি.আই এর উত্তরে জানান ৭৩১৩০৪ পিন কোডটি আধার ডাটা বেসে আপডেট করা হয়েছে । আর.টি.আই এর মাধ্যমে দীর্ঘ ৭ বছরের গাফিলতির সমাধান করলেন মহম্মদ ওয়াশিম । ফলে কুরুন্নাহার সাব পোস্ট অফিসের অধীনে থাকা কাজীপাড়া ব্রাঞ্চ পোস্ট অফিস সংলগ্ন কাজীপাড়া গ্রামের মানুষরাও চাইলে তাঁদের আধার কার্ডে ৭৩১৩০৪ পিন কোডটি আপডেট করতে পারেন । এছাড়াও কাজীপাড়া ব্রাঞ্চ পোস্ট অফিস সংলগ্ন বাকি গ্রামের মানুষরাও চাইলেও তাদের আধার কার্ডে পিন কোডটি আপডেট দিতে পারবেন । ওয়াশিম বলেন, আধার একটি সর্ব ভারতীয় পোর্টাল আর এই পোর্টালে কাজীপাড়া পোস্ট অফিসের পিন কোডটি (৭৩১৩০৪) আপডেট করাতে পেরে আমি খুবই খুশি ও আনন্দিত **মৃত্যুঞ্জয়, কাজীপাড়া, বীরভূম**

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরোঁদী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জ্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

এবার এপিএসসি কেলেঙ্কারি সংক্রান্তে এসআইটির জেরার সম্মুখীন ফারুক আহমেদ, অসীমা কলিতা

রাজ্য ছেড়ে পলায়ন করার সম্ভাবনা থাকা, গ্রেফতার না হওয়া ৩৩ জনের উপরে তীক্ষ্ণ নজর তদন্তকারী সংস্থার

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ এসআইটির তদন্ত প্রক্রিয়া তীব্র গতিতে এগিয়ে চলছে। এপিএসসি কেলেঙ্কারি সংক্রান্তে ইতিমধ্যে চারজন অফিসারকে গ্রেপ্তার করার ছাড়াও নিয়মিত ভাবে এসিএস এবং এপিএস অফিসারদের ডেকে এনে তাদের ম্যারাথন জেরা অব্যাহত রাখা হচ্ছে। এই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে গত ৫ ডিসেম্বর জারি করা এক নির্দেশ অনুযায়ী তিনজন এপিএস অফিসার ফারুক আহমেদ, দীপঙ্কর দত্ত এবং অসীমা কলিতাকে ৭ ডিসেম্বর সিআইডি কার্যালয়ে হাজির হওয়ার তলব করেছিল এসআইটি। এই আদেশ মেনে অবশেষে সিআইডি কার্যালয় এসে উপস্থিত হয়েছেন এপিএস অফিসার ফারুক আহমেদ এবং অসীমা কলিতা। তবে তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে এদিন নির্দেশ পেয়েও এসআইটির সম্মুখে হাজির হননি দীপঙ্কর দত্ত।

রাজ্যের সর্বাধিক চর্চিত বিষয় এপিএসসি কেলেঙ্কারি সংক্রান্তে ইতিমধ্যে রাজ্য জুড়ে ব্যাপক চাঞ্চলের সৃষ্টি হয়েছে। তবে এই বিষয় নিয়ে অযথা জল ঘোলা না করার জন্য প্রত্যেকের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। এই কেলেঙ্কারি সংক্রান্ত অত্যাধিক আলোচনা করা হলে বর্তমান এপিএসসি পরীক্ষায় নিযোজিত ছাত্রছাত্রীদের মনে আশংকার সৃষ্টি হবে। এর ফলে দালালদের জন্য একটি বাজার খুলে যেতে পারে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। তবে তার আগে অসম পুলিশের ডিজিপি জিপি সিংহ এক্ষেত্রে বলেছেন এই কেলেঙ্কারিতে জড়িত দোষীদের আইনগত ভাবে শাস্তি দেওয়া হবে। এক্ষেত্রে জড়িত কেউ রেহাই পাবেন না। এক্ষেত্রে জড়িত প্রত্যেকে একদিকে অপরাধমূলক শাস্তি পাবেন অন্যদিকে তারা বিভাগীয় শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। এমনকি এসআইটির তদন্ত প্রক্রিয়া সঠিকভাবে এগোচ্ছে বলে মন্তব্য করে এক্ষেত্রে তদন্তকারী সংস্থাটিকে প্রশংসা করেছিলেন ডিজিপি জিপি সিংহ।

তবে নিজেদের তদন্তের ধারা অব্যাহত রেখে এসআইটির নির্দেশ অনুযায়ী বৃহস্পতিবার মহানগরের উলুবাড়ি স্থিত সিআইডি কার্যালয়ে হাজির হয়েছিলেন এপিএস অফিসার ফারুক আহমেদ এবং অসীমা কলিতা। দুজনকে দীর্ঘ সময় ধরে পৃথক পৃথকভাবে জেরা করেছে এসআইটি। মূলত দক্ষিন শালমারা জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার হিসেবে নিযোজিত থাকা বর্তমান নিলম্বিত এপিএস ফারুক আহমেদ পরীক্ষায় মোট ৬৯০ নম্বর পেয়েছিলেন। কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে নম্বর বৃদ্ধি করে তাকে টেবিলুয়েশন সিটে মোট ৭৮৬ নম্বর দেওয়া হয়েছিল। একইভাবে এপিএস অসীমা কলিতার এপিএসসি পরীক্ষায় ঐচ্ছিক বিষয়ে ৩৬ নম্বরের প্রযোজেনীয়তা ছিল। তবে শিক্ষাতত্ত্ব বিষয়ে অসীমা কলিতা পেয়েছিলেন ৯৮ নম্বর। তাছাড়া অন্য বিষয়ে নম্বর বৃদ্ধি করে তাকে টেবিলুয়েশন সিটে দেওয়া হয়েছিল মোট ৩৩৪ নম্বর। এসআইটির জিজ্ঞাসাবাদের সময় এই নম্বর বৃদ্ধি সংক্রান্তে ফারুক আহমেদ এবং অসীমা কলিতাকে বিস্তারিতভাবে জেরা করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

মূলত বিচারপতি বিপ্লব কুমার শর্মার প্রতিবেদনের ভিত্তিতে এপিএসসি কেলেঙ্কারিতে জড়িত থাকা ৩৭ জন অফিসারের তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছিল। এই তালিকা অনুযায়ী ইতিমধ্যে বেশ কয়েকজনকে তলব করে জেরা করা ছাড়াও মোট চারজন অফিসারকে গ্রেফতার করেছে এসআইটি। এবার বাকি থাকা ৩৩ জনের উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখা হচ্ছে। এপিএসসি কেলেঙ্কারিতে জড়িত বাকি ৩৩ জনের পলায়ন করার পূর্ণ সম্ভাবনা রয়েছে। এদেরকেই নিয়মিতভাবে ডেকে এনে ব্যাপক জেরা অব্যাহত রেখেছে এসআইটি। প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে গোলাঘাটে নিযোগে অফিসার হিসাবে কর্মরত হিসাবে গ্রেপ্তার হওয়া এসিএস রাকেশ দাসের ৫ দিনের হেফাজতের সময়সীমা শেষ হওয়ার পর তাকে ফের আদালতে হাজির করানো হয়েছিল। আদালত তাকে আরো একবার চারদিনের এসআইটির হেফাজতে পাঠিয়েছে। রাকেশ দাসকে জেরা করে বহু তথ্য উদঘাটনের পরিকল্পনা নিয়েছে এসআইটি।

শিক্ষা বিভাগে সেবা প্রদান করা এক সৌভাগ্য হিসাবে বিবেচনা করা উচিত বলে মন্তব্য শিক্ষামন্ত্রী ডঃ রণোজ পেগুর

কোন মহাবিদ্যালয় থেকে কত জন শিক্ষার্থী ডিগ্রি লাভ করে সংস্থাপন পেয়েছে সেটার প্রতি নজর রাখবে সরকার, ৫৮ সহকারী অধ্যাপকের নিযুক্তি পত্র প্রদান

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার এক লক্ষ নিযুক্তি প্রদানের দৃঢ় প্রতিশ্রুতি পূরণের সংকল্পের বাস্তব রূপ দেওয়ার ক্ষেত্রে অসম সরকার ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। তবে এক্ষেত্রে নিজেদের অবদান হিসেবে অসম সরকারের শিক্ষা বিভাগ নিযোগে প্রদানের সংক্রান্তে ব্যাপক তৎপর হয়ে উঠেছে। এরই অংশ হিসাবে রাজ্যের শিক্ষা বিভাগের অধীনস্থ উচ্চশিক্ষা সঞ্চালকালয়ের অধীনে ৫৮ সহকারী অধ্যাপককে আনুষ্ঠানিক ভাবে নিযুক্তি পত্র প্রদান করেছেন শিক্ষামন্ত্রী ডঃ রণোজ পেগু। শিক্ষকদের নিযুক্তি পত্র বিতরণ করে তিনি বলেন শিক্ষা বিভাগে সেবা প্রদান করা এক সৌভাগ্য হিসাবে বিবেচনা করা উচিত।

উল্লেখ্য রাজ্যের বিভিন্ন প্রাদেশিকীকৃত মহাবিদ্যালয় এর জন্য ৫৫ জন সহকারী অধ্যাপক এবং তিনজন তৃতীয় বর্গের কর্মচারীকে এক্ষেত্রে নিযুক্তি পত্র প্রদান করা হয়েছে। গুয়াহাটি মহানগরের থানাপাড়া স্থিত অসম অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ স্টাফ কলেজ অর্থাৎ অসম প্রশাসনিক পদাধিকারী মহাবিদ্যালয়ে বৃহস্পতিবার আযোজিত এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অভিভাবকদের উপস্থিতিতে নিযুক্তি প্রাপ্ত প্রার্থীদের হাতে নিযোগপত্র তুলে দিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী ডঃ রণোজ পেগু।

এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত শিক্ষামন্ত্রী নিজের ভাষণে বলেন অসম সরকার বহু আশা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে এই প্রার্থীদের নিযুক্তি পত্র প্রদান করেছে। এক্ষেত্রে তিনি প্রত্যেক প্রার্থীকে নতুন শিক্ষা নীতির উপর লক্ষ্য রাখার উপদেশ দিয়েছেন। ডিপার্টমেন্টালাইজিম অর্থাৎ নিজের বিভাগে শুধুমাত্র সীমাবদ্ধ না থেকে জ্ঞান প্রদান এবং আহরণের ক্ষেত্রটিকে প্রসারিত করার জন্য নিযুক্তি প্রাপ্ত প্রত্যেক প্রার্থীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। শিক্ষামন্ত্রী ডঃ রণোজ পেগু বলেন ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যতের প্রতি লক্ষ্য রেখে প্রত্যেকের শিক্ষাদান করা উচিত। যাতে ছাত্রছাত্রীরা ডিগ্রি লাভ করার পরেও তাদের জীবন যুদ্ধে সফলতার সঙ্গে এগিয়ে যেতে পারে।

অন্যদিকে প্রতিজন নিযুক্তি প্রাপ্ত প্রার্থীকে দৃঢ়তা, পরিকল্পনা এবং নেতৃত্ব এই তিনটি কথা উপলব্ধি করে এগিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। শিক্ষামন্ত্রী বলেন বর্তমান উন্নয়ন এবং বিকাশের হারে ভারত বর্ষ শীর্ষস্থান দখল করতে সক্ষম হয়েছে। অসম সরকারের শিক্ষা বিভাগ মহাবিদ্যালয় গুলোতে শিক্ষার্থীর নাম ভর্তির জন্য গ্রহণ করা সামর্থ্য ই গভ এবং শিক্ষা সেতু মোবাইল অ্যাপ এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। বর্তমান সময় থেকে সরকার কোন মহাবিদ্যালয় থেকে কত জন শিক্ষার্থী ডিগ্রি লাভ করে সংস্থাপন পেয়েছে সেটার প্রতি নজর রাখবে। এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ তথ্য আহরণ করা হবে বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী ডঃ রণোজ পেগু। এদিনের অনুষ্ঠানে শিক্ষা বিভাগের উপদেষ্টা ড০ ননীগোপাল মহন্ত, উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিব নারায়ন কোওর, উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সঞ্চালিকা পমি বড়ুয়া প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

ঝালদা পুরসভার তৃণমূল পুরপ্রধানের বিরুদ্ধে অনাস্থা ডাকল খোদ ৫ জন তৃণমূল কাউন্সিলেরা

অনিশা গোরাই

পুরুলিয়া ঃ প্রসঙ্গত পুরুলিয়া জেলার ১২ আসন বিশিষ্ট ঝালদা পুরসভা। পাঁচটি আসন কংগ্রেস পাঁচটি আসন তৃণমূল এবং দুটি আসন নির্দল জয়ী হয়। তবে এই পুরসভা কখনো কংগ্রেস আবার কখনো তৃণমূল দখল নেয়। গত সেপ্টেম্বরের দিকে নির্দল পুর প্রধান শিলা চ্যাটার্জি, নির্দল কাউন্সিলর সোমনাথ কর্মকার, কংগ্রেস কাউন্সিলর বিজয় কান্দু, মিঠুন কান্দু, পিন্টু চন্দ্র মিলে ৫ জন কাউন্সিলার তৃণমূলে যোগ দিলে ঝালদা পুরসভা ফের কংগ্রেস থেকে তৃণমূলের দখলে যায়। আর তারপরে পুরো প্রধান শিলা চ্যাটার্জির অপসরণের দাবি জানিয়ে কংগ্রেস কাউন্সিলর পূর্ণিমা কাঁন্দু, এবং বিপ্লব কোয়েল হাইকোর্টে মামলা করেন। অন্য দিকে তৃণমূলের পাঁচ জন কাউন্সিলার দলীয় নেতৃত্বের উপরেই ক্ষুব্ধ ছিল। সম্প্রতি হাইকোর্টে কংগ্রেস কাউন্সিলরদের মামলার ভিত্তিতে বিচারপতি অমৃতা সিংহ নির্দেশ দিয়েছিলেন জেলা শাসককে ৮ ই ডিসেম্বরের মধ্যে আস্থা ভোট করাতে হবে। সাথেই পরবর্তী শুনানি হবে ১২ই ডিসেম্বর। তবে এই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে ডিভিজন বেঞ্চে আপিল করে পুর প্রধান শিলা চ্যাটার্জি। তাঁর ভিত্তিতে বিচারপতি অরিজিৎ বঃেদ্যাপাধ্যায়ের ডিভিজন বেঞ্চ সিঙ্গেল বেঞ্চের অমৃতা সিংহের রায়কে খারিজ করে দেয়। তবে তারপর সব জল্পনার অবসান ঘটিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের পাঁচ জন কাউন্সিলর এবং কংগ্রেসের দুজন কাউন্সিলর মিলে মোট সাতজন কাউন্সিলর মিলে তৃণমূলের পুরো প্রধান শিলা চ্যাটার্জিকে অনাস্থার দাবি জানিয়ে ঝালদা মহকুমা শাসকের কাছে আবেদন জানাল। আর এই নিয়ে রাজনৈতিক চাপানউতোর তুঙ্গে।

টুকরো খবর

এআইইউডিএফ এর সঙ্গে মিত্রতা করার জন্য ফর দা সেক অফ গড বলে কংগ্রেসের প্রতি কাতর আহ্বান সভাপতি বদরুদ্দিন আজমলের

সভাপতি ভূপেন বরাকে সমালোচনা করে মিত্রতার প্রস্তাব শেষ দিন পর্যন্ত বৈধ থাকবে বলে ঘোষণা

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ পাঁচটি রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে তিনটি রাজ্য নিজেদের দখলে আনতে সক্ষম হয়েছে বিজেপি। এরই প্রতিক্রিয়ায় এআইইউডিএফ সভাপতি তথা সাংসদ মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল ঘোষণা করেছিলেন ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে তৃতীয়বারের জন্য প্রধানমন্ত্রী হতে চলেছেন নরেন্দ্র মোদি। এবার এই লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এআইইউডিএফ এর সঙ্গে মিত্রতা করার জন্য ফর দা সেক অফ গড বলে কংগ্রেসের প্রতি কাতর আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। আজমল বলেন এই মিত্র হলে অসমে ন্যূনতম ৬ টি আসন দখল করতে সক্ষম হবে কংগ্রেস। তাছাড়া সভাপতি ভূপেন বরাকে সমালোচনা করে মিত্রতার প্রস্তাব শেষ দিন পর্যন্ত বৈধ থাকবে বলে ঘোষণা করেছেন তিনি। প্রসঙ্গত সুপ্রিম কোর্টে ভারতের নাগরিকত্বের ভিত্তি বছর ১৯৫১ কিংবা ১৯৭১ সাল কি হবে সেটার ক্ষেত্রে দাখিল করা মামলা সংক্রান্তে শুনানি অব্যাহত রয়েছে। এই শুনানি প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে বর্তমান দিল্লি রয়েছেন এআইইউডিএফ সভাপতি তথা সাংসদ মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সেখানে সাংবাদিকদের সঙ্গে মত বিনিময়ে তিনি বলেন এআইইউডিএফ এর সঙ্গে কংগ্রেসের মিত্রতা হলে দলটি উপকৃত হবে। কারণ এই মিত্র তার ফলে কংগ্রেস রাজ্যে ন্যূনতম ছয়টি আসন দখল করতে সক্ষম হবে। তাছাড়া এআইইউডিএফ জয় লাভ করবে তিনটি লোকসভা কেন্দ্রে। ফলে বিজেপিকে বাকি আসন গুলো নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। ফলে লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এআইইউডিএফ এর সঙ্গে মিত্রতা করার জন্য ফর দা সেক অফ গড বলে কংগ্রেসের প্রতি কাতর আহ্বান জানিয়েছেন বদরুদ্দিন আজমল। যেকোনোভাবে এই মিত্রতা হওয়ার প্রযোজেনীয়তা রয়েছে। এটার গুরুত্ব কেন কংগ্রেস বুঝে উঠতে পারছে না সেটা তিনি বলতে পারছেন না। তবে কংগ্রেসের জন্য এই মিত্রতার প্রস্তাব শেষ দিন পর্যন্ত বৈধ থাকবে বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন আজমল। তিনি বলেন কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বিষয়টির গুরুত্ব অনুভব করা উচিত। এই মিত্রতা না হলে কংগ্রেসেরই ক্ষতি হবে। কারণ এআইইউডিএফ এর রাজ্যে তিনটি লোকসভা আসন দখল করা নিশ্চিত বলে ফের একবার ঘোষণা করেছেন মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল। অন্যদিকে অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ভূপেন বরার বিরুদ্ধে ফের কটাক্ষ করেছেন এআইইউডিএফ সভাপতি। এর আগে পাঁচটি রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশ পাওয়ার পর তিনি বলেছিলেন ভূপেন বরা এবং তার সতীর্থদের কংগ্রেস ত্যাগ করে বিজেপিতে যোগদান করা উচিত। এবার ফের কংগ্রেস সভাপতির বিরুদ্ধে সরব হয়ে ওঠেন তিনি। মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল বলেন ৩ ডিসেম্বর সাড়ে ১১ টায় কংগ্রেসের এই বিজয় উৎসবে অংশগ্রহণ করার জন্য তিনি নতুন জামা কাপড় প্রস্তুত করে নিয়েছিলেন। কিন্তু বাস্তবে কংগ্রেস সভাপতি এর ঘোষণা অনুযায়ী কিছুই হয়নি। উল্টো এবার নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে অংক করতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন ভূপেন বরা। তিনি বলেন এখানে অংক করে কি লাভ। বিজেপি ইতিমধ্যে তিনটি রাজ্যে জয়লাভ করে নিয়েছে। ফলে কংগ্রেস সভাপতির এই ধরনের কর্মকাণ্ড নিয়ে তাকে কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেন এআইইউডিএফ সভাপতি তথা সাংসদ মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল। এদিকে সুপ্রিম কোর্টে অব্যাহত মামলার শুনানিতে অসমের ক্ষেত্রে ভারতের নাগরিকত্বের ভিত্তি বছর ১৯৭১ সালকে সমর্থন করেছেন তিনি।

ব্লক স্তরের মুখ্যমন্ত্রী আমন্ত্রণ ফুটবল কাপ প্রতিযোগিতার বালিকা শ্রেণীতে চিংড়া পাক্কিডিহের দল বিজয়ী হল

জামশেদপুর (অনিশা গোরাই) ঃ নিমডিহ ব্লক স্তরের মুখ্যমন্ত্রীর আমন্ত্রণ ফুটবল কাপ প্রতিযোগিতার আযোজেন করা হয়েছে সেরায়কেলা খারসাওয়ান জেলার বালক ও বালিকা বিভাগের শুক্রবার হাঙ্কসারা গ্রামের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গান্ধীনগর মাঠে। বালিকা বিভাগের প্রতিযোগিতার যৌথ উদ্বোধন করেন প্রধান অতিথি নিমডিহ মুখিয়া সমিতির সভাপতি বরুণ কুমার সিং, সিধু কানহু যুব ক্রীড়া ক্লাবের সভাপতি দিগম্বর সিং সরদার, সহসভাপতি শঙ্কর সিং সরদার ও সম্পাদক পরশুরাম গোরাই। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বরুণ কুমার সিং বলেন, শিশু ও যুবকদের মধ্যে খেলাধুলার প্রতি ইতিবাচক চিন্তাভাবনা গড়ে উঠছে। তিনি বলেন, বর্তমান সময়ে যুবরা ক্রীড়া প্রতিযোগিতার মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল হতে পারে। প্রতিযোগিতায় বালিকা শ্রেণীতে চিংড়া পাক্কিডিহ পঞ্চায়েতের দল ট্রাইব্রেকারে টেঙ্গাডিহ পঞ্চায়েতের দলকে পরাজিত করে। ক্লাবের সভাপতি দিগম্বর সিং সর্দার জানান, সময়ের অভাবে বালক শ্রেণীর ফাইনাল ম্যাচ খেলা হয়নি। শনিবার অনুষ্ঠিত হবে ফাইনাল ম্যাচ। প্রতিযোগিতায় সুনীল টুডু, অরুণ সিং এবং শেখর সিং নির্ধারক ভূমিকা পালন করেন।

পাকিস্তানকে ভালো করতে আফ্রিদির বড় ভূমিকা দেখেন শাস্ত্রী

পর্থ ঃ বিশ্বকাপের মধ্যে শাহিন আফ্রিদির বোলিংয়ে 'বিশেষ কিছু নেই' মন্তব্য করে পাকিস্তানে সমালোচিত হয়েছিলেন রবি শাস্ত্রী। এবার সাবেক ভারতীয় ক্রিকেটার বললেন, অস্ট্রেলিয়ার মাঠে পাকিস্তানকে ভালো করতে হলে আফ্রিদিকেই বড় ভূমিকা রাখতে হবে। বাঁহাতি এ পেসারের ওপরই পাকিস্তানের অস্ট্রেলিয়া অভিযানের ফল অনেকখানি নির্ভর করছে বলে মন্তব্য করেন তিনি। শান মাসুদের নেতৃত্বাধীন পাকিস্তান দল অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ৩টি টেস্ট খেলবে। ১৪ ডিসেম্বর শুরু হতে যাওয়া টেস্ট সিরিজটির আগে অস্ট্রেলিয়ায় টানা ১৩টি সিরিজ হেরেছে পাকিস্তান। সর্বশেষ টেস্ট জয়ের পরও কেটে গেছে ২৮ বছর। বিশ্বকাপ ব্যর্থতার পর বাবর আজম অধিনায়কত্ব ছেড়ে দিলে পাকিস্তানের নতুন টেস্ট অধিনায়কের দায়িত্ব পান মাসুদ। অস্ট্রেলিয়ায় দল নিয়ে যাওয়া পাকিস্তানের ১২তম অধিনায়ক তিনি। আগের ১১ জন কোনো সিরিজ না জিতলেও এবার সেই ধারা বদলানোর কথা বলেছেন মাসুদ। এ ক্ষেত্রে পেসারদেরই যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে হবে, সেটা তাঁর ভালোই জানা। তবে নাসিম শাহ ফিট হয়ে না ওঠায় পাকিস্তান অধিনায়ককে শাহিন আফ্রিদি, হাসান আলীদের ওপরই বেশি নির্ভর করতে হবে। ধারাভাষ্যকার ও ভারতের সাবেক ক্রিকেটার শাস্ত্রীর মতে, বাঁহাতি পেসার শাহিনকেই বোলিং আক্রমণে মুখ্য ভূমিকা পালন করতে হবে। অস্ট্রেলিয়ায় কায়ো স্পোর্টসের গ্রীষ্মের ক্রিকেট উদ্বোধন অনুষ্ঠানে শাস্ত্রী বলেছেন, 'ওর (শাহিন) ছন্দে থাকাটা গুরুত্বপূর্ণ। পাকিস্তানকে (অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে) প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হলে ওকে নিজের সেরাটা খেলতে হবে।' ভারতে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপে পাকিস্তানের প্রথম চার ম্যাচে মাত্র তিন উইকেট নিতে পেরেছিলেন শাহিন। শুরুর ওই ছন্দহীনতার পরিপ্রেক্ষিতে শাস্ত্রী বলেছিলেন, 'নতুন বলে ও ভালো বোলার, উইকেট নিতে পারে। কিন্তু ওর মধ্যে বিশেষ কিছু নেই, সে ওয়াসিম আকরাম নয়।' তবে এবার শাস্ত্রী বলছেন, অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে টেস্ট সিরিজেও শুরুতে ভালো করার সামর্থ্য আছে শাহিনের। আর সেটি করতে পারলে তাঁর দল ম্যাচ নিজেদের অনুকূলে নিতে পারবে, 'তার বোলিংয়ে সবই আছে। চোট থেকে সেরে ওঠার পর দেখার বিষয়, লম্বা স্পেলে কেমন করে। গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে এখানে ম্যাচ সামনে গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে বল রিভার্স সুইং করবে। কিন্তু নতুন বলে সে যে সুবিধাটা আদায় করতে পারে, সেটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। শুরুতে উইকেট তুলে নিতে পারলে পাকিস্তানকে সেটা ভালো কিছুর পথ করে দেবে।' অস্ট্রেলিয়া-পাকিস্তান তিন টেস্টের সিরিজ শুরু হবে ১৪ ডিসেম্বর পার্থ টেস্ট দিয়ে।

'আগে টেস্টের মাঝে ঘুমালে বকুনি দেওয়া হতো, এখন একটি কথাও বলা হয় না' ঃ খাজা

পর্থ ঃ ২০১৩ সালে 'হোমওয়ার্কগেট' বিতর্কের পর ধীরে ধীরে খেলোয়াড়দের ক্ষমতা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেয় ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া। ব্যাপারটি অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট দলকে কতটা পাল্টে দিয়েছে, সে বিষয়ে সিডনি মর্নিং হেরাল্ডের সঙ্গে কথা বলেছেন উসমান খাজা। মিকি আর্থার তখন অস্ট্রেলিয়ার কোচ। ২০১৩ সালের সে সময়ে অস্ট্রেলিয়া জাতীয় দলকে শক্ত হাতে পরিচালনা করেছেন এই প্রোটিয়া কোচ। সে বছরের জানুয়ারিতে মাইক হাসি হঠাৎই জাতীয় দল ছেড়ে চমকে দিয়েছিলেন অস্ট্রেলিয়ানদের। পরিস্থিতি এরপর আরও খারাপ হতে শুরু করে। মার্চে ভারত সফরে গিয়ে ৪-০ ব্যবধানে হারে অস্ট্রেলিয়া। শুধু কি তাই, মিকি আর্থার খেলোয়াড়দের কাছে একটি প্রেজেন্টেশন চেয়েছিলেন এবং সেটি না করার জন্য ভারত থেকে অস্ট্রেলিয়ায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল শেন ওয়াটসন, মিচেল জনসন, জেমস প্যাটিনসন ও খাজাকে।

ওয়ার্নারের জরিমানা হয়েছিল ১১ হাজার ৫০০ ডলার। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এক সংবাদকর্মীর প্রতি আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠায় নিষিদ্ধও হয়েছিলেন এই ওপেনার। এরপর কোচের পদ থেকে ছাঁটাই হন আর্থার এবং অস্ট্রেলিয়াও অ্যাশেজ ৩-০ ব্যবধানে হেরে যায়। এর পর থেকে টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার ঘুরে দাঁড়ানোর অন্যতম সারথি খাজা। অস্ট্রেলিয়ান সংবাদমাধ্যমটির সঙ্গে এ নিয়ে আলাপচারিতায় আর্থার এবং সে সময় অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটে নেতৃত্বাধীন ব্যক্তিদের প্রতি অভিযোগের আঙুল তুলেছেন এই বাঁহাতি ওপেনার। খাজার মতে, টেস্ট ক্রিকেটের প্রতিদ্বন্দ্বিতা খেলোয়াড়দের ওপর যতটা চাপ বিস্তার করে, সেসব দিক ভেবে খেলোয়াড়দের তখন যথেষ্ট সম্মানের চোখে দেখা হয়নি।

খাজা বলেছেন, 'টেস্ট ক্রিকেট মানসিকভাবে কতটা কঠিন, তা তারা সম্মানের চোখে দেখেনি।' অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটে বর্তমান নেতাদের প্রশংসা করেছেন খাজা। কোচ অ্যান্ড্রু ম্যাকডোনাল্ড, প্রধান নির্বাচক জর্জ বেইলি ও অধিনায়ক প্যাট কামিন্সের প্রশংসা করেছেন তিনি। খেলোয়াড়দের প্রয়োজনটা তাঁরা বোঝেন বলে মনে করেন খাজা, 'প্যাটি, অ্যান্ড্রু ও জর্জ এটা বোঝে যে মানসিকভাবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে পারফর্ম করা কত কঠিন। সিদ্ধান্ত নেওয়ার জায়গায় তারা না থাকলে আমার মনে হয় না খেলোয়াড়েরা এ বছর যেভাবে পারফর্ম করেছে, সেটা করতে পারত। আমি ব্যাপারটা জানি বলেই বলছি। খেলোয়াড়দের ওপর থেকে চাপ সরিয়ে নিয়ে তারা যেন নিজেদের সেরাটা দিতে পারে, সে জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছে তারা।'

তিন ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলতে এখন পাকিস্তান দলকে আতিথ্য দিচ্ছে অস্ট্রেলিয়া। ১৪ ডিসেম্বর পার্থে শুরু হতে যাওয়া প্রথম টেস্টের প্রস্তুতি নিচ্ছেন খাজা। সিডনি মর্নিং হেরাল্ডের সঙ্গে আলাপে খাজা কিছু বিস্ফোরক তথ্যও জানিয়েছেন। টেস্ট ম্যাচে বিশ্রাম নেওয়ার জন্য এর আগে অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়দের নাকি বকুনি শুনতে হতো। টিম ম্যানেজমেন্টের পক্ষ থেকে খেলোয়াড়দের অপ্রয়োজনীয় ওয়ার্মআপও করানো হয়েছে বলে দাবি করেন খাজা, 'পাঁচ বছর আগেও আমি যদি কোনো ক্রিকেট ম্যাচে ঘুমাতাম, তাহলে বকুনি দেওয়া হতো। টেস্ট ম্যাচ পাঁচ দিনের। কঠিন একটা কাজ। কিন্তু ম্যাচের মধ্যে ঘুমোচ্ছ কেন, জেগে ওঠো-এসব বলা হতো। এখন ম্যাচের মধ্যে ঘুমালে প্যাটি কিংবা অন্য কেউ একটি কথাও বলে না।'

খাজা বিষয়টি আরেকটু ব্যাখ্যা করে বলেন, 'এমনকি ওয়ার্মআপের মতো ছোটখাটো ব্যাপারও ম্যাচের জন্য প্রস্তুত হতে সহায়তা করে। সে জন্য একটু মানসিক শক্তিও লাগে। তবে যে ওয়ার্মআপ করতে চান না, সেটির জন্য প্রতিদিন জোর করে ওঠার দরকার পড়ে না। ধরুন, আগের দিন ক্যাচ দিয়েছি, তাই ব্যাটিং করছি না, তাহলে ওয়ার্মআপের কী প্রয়োজন? আবারও মাঠে নামার আগপর্যন্ত আমার তো ওয়ার্মআপের প্রয়োজন নেই।' খাজা জানিয়েছেন, এই ব্যাপারগুলো দেখভালের দায়িত্ব খেলোয়াড়দের ওপর এখন দেওয়া হয়েছে এবং তাতে সুফলও মিলছে, 'অনেক দিন পর খেলোয়াড়দের পরিণত হিসেবে দেখা হচ্ছে এবং তারাও পরিণত মানুষের মতো আচরণ করছে, অন্তত বেশির ভাগ সময়।'

গম্ভীরের সমালোচনা করে ভিডিও, আইনি নোটিশ পেলেন শ্রীশান্ত

নয়া দিল্লি ঃ লেজেন্ডস ক্রিকেট লিগে (এলএলসি) বাগবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েছিলেন ভারতের দুই সাবেক ক্রিকেটার এস শ্রীশান্ত ও গৌতম গম্ভীর। সাবেক পেসার শ্রীশান্ত দাবি করেন, গত বুধবার ইন্ডিয়া ক্যাপিটালস ও গুজরাট জায়ান্টসের মধ্যে এলিমিনেটর ম্যাচে গম্ভীর তাঁকে 'ফিক্সার' বলেছেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এ নিয়ে একাধিক ভিডিও-ও পোস্ট করেন তিনি। এবার লেজেন্ডস ক্রিকেট লিগের (এলএলসি) কমিশনার শ্রীশান্তকে আইনি নোটিশ দিয়েছেন। ভারতের সংবাদমাধ্যম 'ইন্ডিয়া টুডে' জানিয়েছে, এই আইনি নোটিশে বলা হয়েছে সাবেকদের নিয়ে আয়োজিত টি-টোয়েন্টি ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টটি খেলার সময় শ্রীশান্ত চুক্তির ধারা ভেঙেছেন। গম্ভীরের সঙ্গে বাগবিতণ্ডার পর ভারতের সাবেক ওপেনারের সমালোচনা করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কিছু ভিডিও ছেড়েছেন শ্রীশান্ত। সেসব ভিডিও তুলে নিলেই কেবল শ্রীশান্তের সঙ্গে আলোচনার টেবিলে বসা সম্ভব বলে জানিয়েছে এলএলসি। সে ম্যাচের আম্পায়াররাও শ্রীশান্ত-গম্ভীরের বাগবিতণ্ডা নিয়ে প্রতিবেদন জমা দিয়েছেন, কিন্তু সেখানে গম্ভীর শ্রীশান্তকে 'ফিক্সার' বলেছেন, এমন কোনো কিছুর উল্লেখ নেই। এর আগে শ্রীশান্ত সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে গম্ভীরের সমালোচনা করে পোস্ট করা ভিডিওতে দাবি করেন, গম্ভীর তাঁর সঙ্গে অকথ্য শব্দ ব্যবহার করেছেন, 'মিস্টার ফাইটারের (গম্ভীর) সঙ্গে কী ঘটেছে, সে ব্যাপারটা পরিষ্কার করতে চাই। তিনি কোনো কারণ ছাড়াই সতীর্থদের সঙ্গে লড়াই করেন। এমনকি তিনি তাঁর সতীর্থ সিনিয়র খেলোয়াড়, বীরু ভাই (শেবাগ) থেকে আরও অনেককেই সম্মান করেন না। আজ (বুধবার) ঠিক সেটাই ঘটেছে। তিনি আমাকে ধারাবাহিকভাবে বাজে কথা বলে গেছেন, যেটা ছিল খুবই রূঢ় এবং এমন কিছু গৌতম গম্ভীরের বলা উচিত হয়নি।' গম্ভীর অবশ্য সরাসরি কিছু বলেননি। ভারতের হয়ে ২০১১ বিশ্বকাপজয়ী সাবেক এই ওপেনার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটু রহস্য রেখে লিখেছেন, 'বিশ্ব যখন মনোযোগ চাইছে, তখন হাসতে থাক।'

এদিকে শ্রীশান্তের স্ত্রী সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে লিখেছেন, 'শ্রীর (শ্রীশান্ত) কাছ থেকে শুনে চমকে গেলাম, একজন খেলোয়াড়, যিনি কি না ভারতের হয়ে দীর্ঘদিন খেলেছেন, তিনি এই পর্যায়ে নেমে এসেছেন। সেটাও অবসর নেওয়ার দীর্ঘদিন পর। মাঠে এমন কিছু দেখার পর বোঝা যায়, কে কীভাবে বেড়ে উঠেছে। জঘন্য, সত্যিই জঘন্য।' এলএলসি এর আগে আনুষ্ঠানিক বিবৃতিতে জানিয়েছে, ঘটনাটি খতিয়ে দেখা হবে এবং আচরণবিধি ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে, 'বিশ্বব্যাপী আলোড়ন তোলা ঘটনাটির মাধ্যমে আচরণবিধি ভাঙা হয়েছে। যাঁরা এটা ভেঙেছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। লিগের আচরণবিধি এবং নৈতিকতা কমিটির মাধ্যমে নিয়মগুলো পরিষ্কারভাবে বলা আছে।' ২০১৩ সালে আইপিএলে স্পট ফিক্সিংয়ের দায়ে রাজস্থান রয়্যালসের তিন খেলোয়াড়কে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল, শ্রীশান্ত তাঁদের একজন। ২০১৯ সালে এসে সুপ্রিম কোর্ট শ্রীশান্তের নিষেধাজ্ঞা বাতিল করেন। ফলে ২০২০ সালের সেপ্টেম্বরে সাত বছরের নিষেধাজ্ঞা শেষ হয়। ভারতের হয়ে একসঙ্গে ৪৯টি ম্যাচ খেলেছেন শ্রীশান্ত ও গম্ভীর। দুজনই ২০০৭ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ও ২০১১ সালের বিশ্বকাপজয়ী দলের সদস্য।

এআই যেভাবে হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনার পূর্বাভাস করতে পারে

কলকাতা (ওয়েবডেস্ক)ঃ বুকে একটা চিন চিন করা ব্যথা? ডাক্তাররা বলেন ব্যথাটাকে গ্যাস বা অ্যাসিডিটির ব্যথা বলে ধরে না নিয়ে দ্রুত চিকিৎসকের কাছে পৌঁছতে হবে, কারণ হার্ট অ্যাটাকের পরে প্রথম এক ঘণ্টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

কিন্তু চিন চিন করা ব্যথা হওয়ারও অনেক আগে আপনি নিজেই ইঙ্গিত পেতে পারেন যে আপনার হৃদযন্ত্র ঠিক মতো কাজ করছে কি না।

এর জন্য আপনাকে না হতে হবে বিশেষজ্ঞ, না দরকার ইসিজি মেশিনের মতো যন্ত্র।

কিছু বিশেষ ব্র্যান্ডের স্মার্টওয়াচ, স্মার্টফোন বা ডিজিটাল স্টেথোস্কোপের মতো সহজে পাওয়া যায় এমন কিছু যন্ত্র, যা দিয়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের সাহায্যেই আগাম ইঙ্গিত পাবেন যে আপনার হৃদযন্ত্র ঠিকঠাক চলছে কি না।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা হৃদরোগের চিকিৎসায় কী কী অবদান রাখতে পারে, তা নিয়ে আলোচনার জন্য কলকাতায় এখন চলছে তিন দিনের একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন। কার্ডিওলজিকাল সোসাইটি অফ ইণ্ডিয়া আয়োজিত ওই সম্মেলনে যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য, রাশিয়া সহ বিশ্বের নানা দেশ থেকে গবেষক চিকিৎসকরা এসেছেন।

এআই যখন সাধারণ মানুষের হাতে

ওই সম্মেলনেই যোগ দিতে এসেছেন যুক্তরাষ্ট্রের স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিসিনের অধ্যাপক ডা. মিন্টু তুরাখিয়া।

তিনি একদিকে যেমন হৃদযন্ত্রের 'ছন্দপতন'-এর চিকিৎসা করেন, তেমনই বিখ্যাত এক ব্র্যাণ্ডের স্মার্টওয়াচের মাধ্যমে কী করে হৃদযন্ত্রের কোনও ত্রুটির আগাম ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তা নিয়ে একটি বড় গবেষণার নেতৃত্ব দিয়েছেন।

ডা. তুরাখিয়া ব্যাখ্যা করছিলেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই ব্যবহার করে এমন একধরণের যন্ত্র আছে যেগুলো চিকিৎসকরাই শুধু ব্যবহার করতে পারেন। ইসিজি, হার্ট মনিটর প্যাচ, এমনকি এক্স রে বিশ্লেষণ করার জন্যও এআই ব্যবহার করা হচ্ছে।

এগুলো কোনও না কোনও নিয়ন্ত্রক সংস্থার ছাড়পত্র পাওয়া যন্ত্র। চিকিৎসকরা এইসব যন্ত্রের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে আরও নিখুঁত চিকিৎসা করতে পারেন।

আরেক ধরণের যন্ত্রও আছে, যেখানে এআই ব্যবহার করা হয়, কিন্তু আসলে সেগুলো ভোগ্যপণ্য। অ্যাপল ওয়াচের মতো স্মার্ট ওয়াচ বা সাধারণের ব্যবহারযোগ্য ইসিজির মতো ভোগ্যপণ্যগুলি কোনও চিকিৎসক ছাড়াই ইসিজি বিশ্লেষণ করে জানিয়ে দিতে পারে যে হৃদযন্ত্রে কোনও সমস্যা আছে কি না। এই সফ্টওয়ারগুলো অবশ্য সব দেশে এখনও ব্যবহার করা হয় না, বলছিলেন ডা. তুরাখিয়া।

তিনি বলছিলেন একটি বিখ্যাত ব্র্যাণ্ডের স্মার্ট ওয়াচে এরকম একটা ফিচারও যুক্ত করা হয়েছে, যেখানে ওই হাত ঘড়ির পিছনে একটি আলো থাকে।

ডা. তুরাখিয়া বোঝাচ্ছিলেন, ওই আলোর বিন্দুটির মাধ্যমেই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা হিসাব কষে বলে দিতে পারে যে ওই ব্যক্তির নাড়ির গতি স্বাভাবিক আছে কি না। অস্বাভাবিক হৃৎস্পন্দন মানেই কোনও একটা সমস্যা আছে তার হৃদযন্ত্রে। কিন্তু নিশ্চিত হওয়ার জন্য ইসিজি আর চিকিৎসকের কাছে যেতেই হবে।

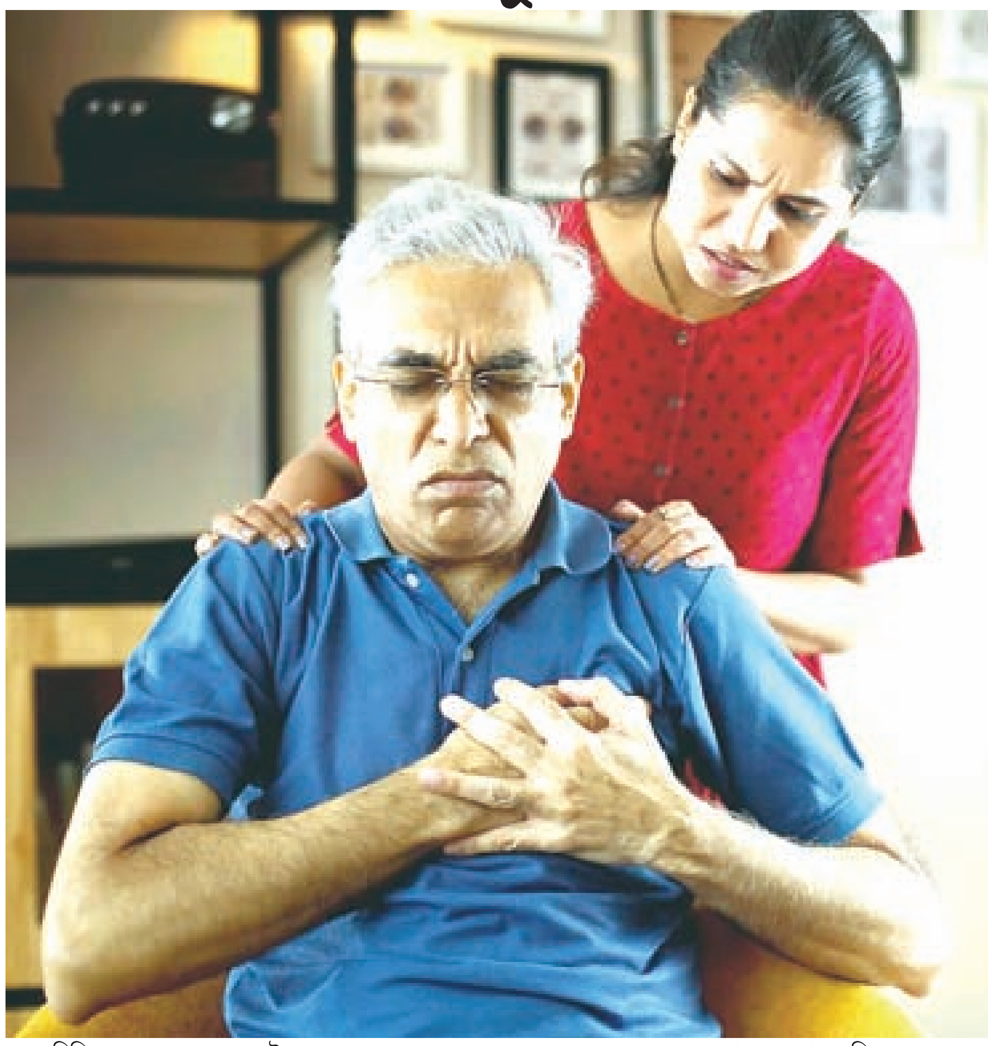

এমনকি স্মার্টফোনের ফ্ল্যাশ লাইটের ওপরে আঙ্গুল রেখেও হৃৎস্পন্দন মাপা যায়, এরকম অ্যাপও রয়েছে বলে জানাচ্ছিলেন ডা. তুরাখিয়া।

আবার রোবোটিক সার্জারি প্রযুক্তিও অনেক হাসপাতালেই শুরু হয়েছে। সেখানেও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাই ব্যবহার করা হয়। কিন্তু ওই সার্জারিতে খরচ বিপুল।

দাম ধরাছোঁয়ার বাইরে

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে যেসব যন্ত্র আসছে, তা চিকিৎসা বিজ্ঞান অনুমোদিত হোক বা স্মার্টওয়াচ, স্মার্টফোনের মতো ভোগ্যপণ্য হোক, সেগুলির এখনও যা দাম, তা ভারতের মতো দেশের সিংহভাগ মানুষেরই ধরাছোঁয়ার বাইরে।

বিষয়টি স্বীকার করছেন হৃদরোগ বিশেষজ্ঞরাও।

তবে ওই আন্তর্জাতিক সম্মেলনের কোঅর্ডিনেটর ডা. কাজল গাঙ্গুলি বলছিলেন, এআই ব্যবহার করে যেসব যন্ত্র বা ব্যবস্থাপনা হৃদরোগের আগাম সতর্কতা দিতে পারে, তার বেশিরভাগই এখনও পরীক্ষা নিরীক্ষার পর্যায়ে আছে।

কিছু যন্ত্র বাজারে এসেছে, সেগুলোর দামও অনেকটাই বেশি ভারতের মতো দেশের মানুষের কাছে। কিন্তু আমরা আশা করব যে বাজারের সূত্র মেনেই যত বেশি এধরণের যন্ত্র বাজারে আসবে, মানুষ কিনতে থাকবেন, ততই দামও কমবে। তখন আরও বেশি মানুষের সাধ্যের মধ্যে চলে আসবে এআই যন্ত্রগুলি।

অন্য একটি সমাধান দিচ্ছেন ডা. মিন্টু তুরাখিয়া।

তিনি বলছিলেন, ভারতের মতো দেশে ১০ বা ১৫ বছরের মধ্যে আমরা হয়তো এরকম কিছু ব্যবস্থার কথা ভাবতে পারি যে একেকটা ছোট গুমটি মতো করা হল - অনেকটা আগে যেরকম টেলিফোনের বুথ থাকত।

ওই বুথগুলিতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে, এমন বেশ কিছু যন্ত্র থাকল। সাধারণ মানুষ সেখানে গিয়ে নিজেই নাড়ির গতি, ইসিজি বা রক্তে শর্করার পরিমাপের মতো পরীক্ষা করে নিলেন।

এআই যন্ত্র যদি কোনও ইঙ্গিত দেয়, তাহলে ওই ব্যক্তি চিকিৎসকের কাছে গেলেন সঠিক ভাবে রোগ নির্ণয়ের জন্য, বলছিলেন ডা. তুরাখিয়া।

তার ব্যাখ্যা এক্ষেত্রে কোনও একজন ব্যক্তি যদি বেশি খরচ করে এআই 'গ্যাজেট' নাও কিনতে পারেন, তিনি প্রাথমিক ইঙ্গিতটা পেয়ে যেতেই পারেন ওইসব বুথে রাখা যন্ত্রগুলির মাধ্যমে।

তবে চিকিৎসকরা বারবার সাবধান করছেন যে এআই হয়তো প্রাথমিক সতর্কতাটা জানাল। কিন্তু তারপরে চিকিৎসাটা কিন্তু ডাক্তারই করবেন।

তিনিও আবার এআইয়ের সহায়তা হয়তো নেবেন। কিন্তু যন্ত্র কখনই চিকিৎসকের বিকল্প নয়, একটা সহায়ক মাত্র।

চিকিৎসা বিজ্ঞানে এআই নিয়ে সারা বিশ্বে যেমন গবেষণা চলছে, তেমনই কাজ হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ সহ ভারতেও।

পশ্চিমবঙ্গের ১৫টি জেলার ১৫০টি স্কুলে একটি পাইলট প্রকল্প শেষ হয়েছে, যেখানে ডিজিটাল স্টেথোস্কোপ ব্যবহার করে স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের হৃৎস্পন্দন স্বাভাবিক আছে কি না, সেই তথ্য জানতে পারছেন শিক্ষিকারাই।

তার পরে কম্পিউটারে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআইয়ের মাধ্যমে সেই তথ্য বিশ্লেষণ করে তা পাঠানো হচ্ছে চিকিৎসকদের কাছে। শিশুদের মধ্যে যে রোগটা খুবই দেখা যায়, সেই রিউম্যাটিক হার্ট ডিজিসের আশঙ্কা কতটা আছে একটি শিশুর, সেটার ইঙ্গিত এর মাধ্যমে পাওয়া যাবে, বলছিলেন হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. ডি পি সিনহা।

ডা. সিনহা এটাও বলছিলেন যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে হৃদরোগের আগাম ইঙ্গিত পাওয়া গেলে হার্ট অ্যাটাকের যত ঘটনা ভারতে ঘটে, তা ১৮ মতো কমিয়ে আনা যেতে পারে, এমনটাই দেখা যাচ্ছে গবেষণা থেকে পাওয়া তথ্য বিশ্লেষণ করে। কিন্তু এই তথ্য এখনও খুবই প্রাথমিক স্তরেই রয়েছে।

টুকরো খবর

রাশিয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত সৈন্যদের যুদ্ধাপরাধে অভিযুক্ত করলো যুক্তরাষ্ট্র

ওয়াশিংটন ঃ রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত চারজন সৈন্যকে যুদ্ধাপরাধে অভিযুক্ত করছে যুক্তরাষ্ট্র। গত বছর ফেব্রুয়ারিতে ইউক্রেনে রাশিয়ার আক্রমণের পর এই অপরাধকে আমেরিকার প্রসিকিউটররা যুক্তরাষ্ট্রের কোনও নাগরিকের সঙ্গে ঘটা জঘন্য নিগ্রহ বলে অভিহিত করেছেন। প্রায় ৩০ বছরের পুরনো যুদ্ধাপরাধ আইনের অধীনে যুক্তরাষ্ট্রের দায়ের করা প্রথম এই অভিযোগে রয়েছে যুদ্ধাপরাধ ঘটানোর জন্য ষড়যন্ত্র, বেআইনি আটক, নির্যাতন ও অমানবিক আচরণ। ২০২২ সালের এপ্রিলে ইউক্রেনের দক্ষিণাঞ্চলে খেরসন অঞ্চলের মাইলভ গ্রাম দখল করার পর রুশ সেনারা এমন বর্বরতা চালায়। অ্যাটর্নি জেনারেল মেরিক গারল্যান্ড বুধবার বলেন, ইউক্রেনের উপর রাশিয়ার নৃশংস আক্রমণের ভয়াবহতা বিশ্ব যেমন দেখেছে, তেমনই যুক্তরাষ্ট্রের বিচার দফতরও দেখেছে। তিনি আরও বলেন, বিচার দফতর ও আমেরিকার জনগণের দীর্ঘ স্মৃতি রয়েছে। ইউক্রেনে রাশিয়ার নৃশংসতার কথা আমরা ভুলবো না এবং যারা এর জন্য দায়ী তাদের বিচারের আওতায় আনার কাজ আমরা থামাবো না। নয় পৃষ্ঠার অভিযোগ অনুযায়ী, এই অপরাধীদের মধ্যে রয়েছে সুরেন সিরানোভিচ এমক্রচিয়ান ও দ্যমিত্রি বুদনিক। এদেরকে রুশ সশস্ত্র বাহিনী বা তথাকথিত দনেৎস্ক পিপল'স রিপাবলিকের কমান্ডিং কর্মকর্তা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই অভিযোগপত্রে উল্লেখিত বাকি দুই সৈন্যর নাম ভ্যালেরি ও নাজার। এদের নামের প্রথম অংশটুকুই শুধু জানানো হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তারা বলেন, ২০২২ সালের আগস্ট মাসে শুরু হওয়া এক তদন্তের ফলে রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত এই চারজন সৈন্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করা হয়। তারা জানিয়েছেন, ইউক্রেনের কর্মকর্তাদের সঙ্গে মিলে তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করা হয়েছিল।

সোলেইমানি হত্যাঃ যুক্তরাষ্ট্রকে ৫০ বিলিয়ন ডলার ক্ষতিপূরণ দেবার নির্দেশ দিল ইরানের আদালত

তেহরান ঃ তেহরানের একটি আদালত যুক্তরাষ্ট্র সরকারকে প্রায় চার বছর আগে একজন শীর্ষ ইরানি জেনারেলকে হত্যার দায়ে প্রায় ৫০ বিলিয়ন ডলার ক্ষতিপূরণ দেয়ার নির্দেশ দিয়েছে। বুধবার বিচার বিভাগ একথা জানায়। যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্প বাগদাদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কাছে একটি ড্রোন হামলার নির্দেশ দিয়েছিলেন। হামলায় জেনারেল কাসেম সোলেইমানি (৬২) এবং তার ইরাকি লেফটেন্যান্ট আবু মাহদি আল-মুহান্দিস ২০২০ সালের ৩ জানুয়ারি নিহত হন। কয়েকদিন পরে ইরান ইরাকের ঘাঁটিতে আমেরিকান এবং অন্যান্য জোটের সেনাদের বাসস্থানে ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করে প্রতিশোধ নেয়। যুক্তরাষ্ট্রের কোনো কর্মকর্তা নিহত হয়নি, তবে ওয়াশিংটন বলেছে, অনেক কর্মকর্তা মস্তিষ্কের ট্রমার শিকার হয়েছে। ইরানের বিচার বিভাগের অনলাইন নিউজ এজেন্সি মিজান জানিয়েছে, তেহরানের একটি আদালত ৩,৩০০ জনের বেশি ইরানির দায়ের করা মামলার জবাবে যুক্তরাষ্ট্রের সরকারকে বস্তুগত, নৈতিক এবং শাস্তিমূলক ক্ষতি হিসেবে ৪৯ দশমিক ৭ বিলিয়ন অর্থ প্রদানের শাস্তি দিয়েছে। মিজানে আরও বলা হয়েছে, আদালত ট্রাম্প, যুক্তরাষ্ট্রের সরকার, সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাইক পম্পেও এবং সাবেক প্রতিরক্ষা মন্ত্রী মার্ক এসপারসহ ৪২ জন এবং লিগ্যাল পার্সনকে দোষী সাব্যস্ত করেছেন। সোলেইমানি ইসলামি বিপ্লবী গার্ড কোরের বিদেশী অপারেশন শাখা কুদস ফোর্সের নেতৃত্ব দিতেন। তিনি দেশে অন্যতম জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব। তিনি ইরানের মধ্যপ্রাচ্য অভিযানের নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং তাকে ১৯৮০-৮৮ সালের ইরান-ইরাক যুদ্ধের নায়ক হিসেবে দেখা হয়। ইরানের আদালত এখন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বেশ কিছু রায় দিয়েছে। গত মাসে ইরানের একটি আদালত ১৯৮০ সালে যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাসে আটক জিম্মিদের মুক্ত করার ব্যর্থ অভিযানে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য ক্ষতিপূরণ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের সরকারকে ৪২ কোটি ডলার দেয়ার নির্দেশ দিয়েছে। ১৯৭৯ সালের বিপ্লবের পর থেকে ইরান ও ওয়াশিংটনের মধ্যে কোনো কূটনৈতিক সম্পর্ক নেই।

জনৈক বায়ারের দেয়া ‘শর্ত’কে যেভাবে দেখছেন বাংলাদেশের পোশাক মালিকরা

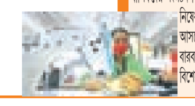

ঢাকা ঃ বাংলাদেশে তৈরি পোশাক শিল্পের রপ্তানির ক্ষেত্রে একজন উৎপাদনকারীর ঋণপত্রে সম্প্রতি একজন বায়ারের ‘শর্ত’ দেয়া নিয়ে বেশ আলোচনা চলছে। সেখানে শর্ত হিসেবে বলা হয়েছে, জাতিসংঘ, যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং যুক্তরাজ্যের নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্ত কোন দেশ, এলাকা, বা পক্ষের সাথে কোন লেনদেন আমরা করবো না। নিষেধাজ্ঞার কারণগুলোর জন্য কোন বিলম্ব, ননপারফরমেন্স বা তথ্য প্রকাশের বিষয়ে আমরা দায়ী নই। পোশাকশিল্প মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএ বলছে, এই শর্ত একজন মাত্র উৎপাদকের এলসিতে দেয়া হয়েছে। এটা বাংলাদেশের পুরো পোশাক শিল্পের উপর দেয়া কোন নিষেধাজ্ঞা নয় এবং নিষেধাজ্ঞার সাথে এর কোন সংশ্লিষ্টতাও নেই। বিজিএমই এর পরিচালক মহিউদ্দিন রুবেল বলেন, তারা মনে করছেন, এটা আসলে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং একই সাথে এটাকে বড় করে দেখার কোন অবকাশ নেই। তিনি বলেন, এখন সময়টা খারাপ, এটা নিয়ে যেহেতু বারবার কথা হচ্ছে, জিনিসটা এজন্যই অতি বড় করে, অতি মাত্রায়, অতিরঞ্জিত হয়ে ফলাও হচ্ছে, আর কিছু না। তৈরি পোশাক শিল্প বিষয়ক বিশেষজ্ঞরা অবশ্য বলছেন, বায়ার বা যারাই এই শর্ত জুড়ে দিক না কেন, এটি আসলে বর্তমান প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের জন্য একটি সতর্কবার্তা।

শীতকাল এবার কেমন হবে জানালেন আবহাওয়াবিদরা

কলকাতা (এজেন্সী) ঃ ঘূর্ণিঝড় ‘মিগজাউম’ আঘাত করেছে ভারতে। এটি দুর্বল হতে শুরু করলেও এর প্রভাবে বুধবার থেকে বৃষ্টিপাত হয়েছে। আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলা হচ্ছে, শুক্রবার সন্ধ্যা পর্যন্ত বৃষ্টি থাকার সম্ভাবনা রয়েছে এবং একই সাথে রাতের তাপমাত্রা এক থেকে দুই ডিগ্রি সেলসিয়াস কমতে পারে।

এর সাথে সাথে শীত শুরু হওয়ার কথাও বলা হচ্ছে। ঠিক কবে থেকে শীতকাল শুরু হতে পারে এবং এবারের শীত কতটা তীব্র হবে? আবহাওয়াবিদরা বলছেন, ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত শীতকাল হলেও দেশের উত্তরাঞ্চলে তাপমাত্রা কমতে শুরু করে নভেম্বর মাসের শেষ দিক থেকে, যেটার খুব একটা তারতম্য হয়নি এবারও।

তবে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে আবহাওয়ার স্বাভাবিক গতিপ্রকৃতি কিছুটা পাল্টে গেছে যার কারণে শীতকালের সময় এবং ধরন ঠিক আগের মতো হচ্ছে না।

শীতের শুরু কবে?

আবহাওয়াবিদরা বলেন, সাধারণত স্বস্তিদায়ক তাপমাত্রা ২৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসকে বোঝানো হয়। আর ডিসেম্বর মাস থেকে ফেব্রুয়ারি মাসের সময়কালকে শীতকাল হিসেবে ধরা হয়।

‘মিগজাউমের’ প্রভাবে এই বৃষ্টিপাতের পর এই মাসের ১০ তারিখের পর থেকে তাপমাত্রা ক্রমান্বয়ে কমতে শুরু হবে বলে জানাচ্ছেন বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের অন্যতম আবহাওয়াবিদ ড. মুহাম্মদ আবুল কালাম মল্লিক।

উত্তরাঞ্চলে কোথাও কোথাও তাপমাত্রা ১০ ডিগ্রির নিচে নেমে আসতে পারে বলে জানান মিঃ মল্লিক। এটিকে শৈত্যপ্রবাহ হিসেবেও দেখা যায় কারণ শীতকালে ২.৬ থেকে শুরু করে ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা নেমে গেলে সেটা শৈত্যপ্রবাহের পর্যায়ে পড়ে। গত ৩০ বছরের তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করে তারা দেখেছেন, ডিসেম্বর মাসে সাধারণত একটি থেকে দুটি মৃদু শৈত্যপ্রবাহের সম্ভাবনা থাকে।

অবশ্য আরেক জ্যেষ্ঠ আবহাওয়াবিদ মোঃ আবদুল মান্নান মনে করছেন শীতকালের শুরুটা মূলত ডিসেম্বর মাসের শেষার্ধের দিকে অর্থাৎ ১৬ তারিখের পর কোনো একটা সময় থেকে হবে।

তার ব্যাখ্যা অনুযায়ী বৃষ্টিপাতের পরপর তাপমাত্রা হঠাৎ করে নেমে গেলে শীত অনুভূত হবে তবে প্রকৃত অর্থে এটি শীতকাল নয়।

সর্বনিম্ন তাপমাত্রা কমার পাশাপাশি যখন আকাশ মেঘমুক্ত হয়ে বায়ুমণ্ডল পুরোপুরি শুষ্ক হয়ে যাবে তখন শৈত্যপ্রবাহের পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে যেটা হতে কিছুটা সময় লাগবে বলে মনে করছেন মিঃ মান্নান।

তিনি বলছিলেন এ মাসের শেষ সপ্তাহের দিকে একটা মৃদু শৈত্যপ্রবাহ আসার সম্ভাবনা রয়েছে, তবে সেটি পশ্চিম ও উত্তরাঞ্চলের সীমান্তবর্তী এলাকার মাঝে সীমাবদ্ধ থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।

এমাসের দ্বিতীয়ার্ধ, অর্থাৎ ১৬ তারিখের পর থেকে মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে প্রকৃত অর্থে শীতকাল শুরুর সম্ভাবনা দেখছেন তিনি যখন রাতের তাপমাত্রা ১২ থেকে ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে নামবে।

কেমন হবে শীতকাল?

বিশ্বব্যাপি তাপমাত্রার রেকর্ড রাখা শুরু হবার পর থেকে এ পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি গরম পড়েছিল এ বছরেরই জুন মাসে।

আমেরিকা ও ইউরোপের মতো শীতপ্রধান জায়গায় তীব্র গরমে হাঁসফাঁস করেছে মানুষ। বিশ্বব্যাপী গড় তাপমাত্রা উচ্চতম রেকর্ড ছুঁয়েছে যার একটা প্রধান কারণ ছিল ‘এল নিনো’ নামে প্রাকৃতিক আবহাওয়া চক্র।

এই ‘এল নিনো’ ও একই সাথে বিশ্বের বাড়তে থাকা তাপমাত্রার প্রভাবে এবারের শীতকালটা আগের তুলনায় কিছুটা উষ্ণ হওয়ার কথা জানাচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা।

এল নিনো সক্রিয় অবস্থায় রয়েছে যে অবস্থাটা মে মাস পর্যন্ত দীর্ঘায়িত হতে পারে এবং এল নিনো সক্রিয় থাকা অবস্থায় স্বাভাবিকের চেয়ে সাধারণত বেশি তাপমাত্রা দেখা যায়, বলছিলেন আবহাওয়া অধিদপ্তরের মিঃ মল্লিক। প্রতি তিন থেকে সাত বছরের মধ্যে একবার এই এল নিনো দেখা দেয় ‑ যখন তাপমাত্রা উর্ধমুখী হয়।

আবহাওয়া অধিদপ্তরের ৩০ বছরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রার গড় হিসেবে স্বাভাবিকভাবে ডিসেম্বর মাসে সর্বনিম্ন গড় তাপমাত্রা ১৪.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস থাকে।

এবছর ডিসেম্বর মাসে সর্বনিম্ন গড় তাপমাত্রা ১৪.৫ ডিগ্রি থেকে ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে ওঠানামা করতে পারে বলে ধারণা দেন মিঃ মল্লিক।

পাঁচ বছরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রার গড় চিত্রের দিকে তাকালে তাপমাত্রা বাড়তে থাকার একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।

ডিসেম্বর মাস
২০১৮ ‑ ১৩.৯২
২০১৯ ‑ ১৪.২১৪
২০২০ ‑ ১৪.২৫
২০২১ ‑ ১৫.৪৫
২০২২ ‑ ১৫.১৯৪

জানুয়ারি মাস
২০১৮ ‑ ১১.৩৩
২০১৯ ‑ ১২.৩৭
২০২০ ‑ ১৩.০৯
২০২১ ‑ ১৩.৩২
২০২২ ‑ ১৩.৬৯

৩০ বছরের তথ্য অনুযায়ী জানুয়ারি মাসের গড় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১২.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস থাকে যেটাও এবার সামান্য বেশি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

এ তথ্য অবশ্য পুরো দেশজুড়ে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যা রেকর্ড করা হয় তার গড় হিসাব। অঞ্চলভেদে তাপমাত্রার তারতম্য হওয়াটা স্বাভাবিক।

তবে এবার তেমন শীত পড়বে না সেটা ভাবলেও ভুল হবে।

বৈশ্বিক উষ্ণায়নের কারণে আবহাওয়ার ব্যাপারে কোনো কিছুই নিশ্চিত করে বলা যায় না উল্লেখ করে মিঃ মান্নান বলছেন, গ্লোবাল ওয়ার্মিংএর এই সময়ে যেকোনো সময় যেকোনো পরিস্থিতি ব্যাপক আকার ধারণ করতে পারে।

গত তিন মাসে পরপর কয়েকটি ঘূর্ণিঝড়ের উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন আবহাওয়া বিরূপ আচরণ করলে শর্ট পিরিয়ডে তীব্র শৈত্য প্রবাহ আসার সম্ভাবনাকেও কিন্তু উড়িয়ে দেয়া যাচ্ছে না। তবে, এটুকু বলা যায় যে সামগ্রিকভাবে এবার শীতের সময় কিছুটা ওয়ার্ম থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।

শীতের পরিবর্তন

জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে শীতের সময়কালেরও কিছুটা পরিবর্তন লক্ষ্য করছে আবহাওয়া অধিদপ্তর।

ডিসেম্বর মাসকে শীত শুরু হওয়ার স্বাভাবিক সময় হিসেবে ধরা হলেও আগের তুলনায় শুরুর সময়টা পেছানোর প্রবণতা দেখছেন মিঃ মল্লিক।

ডিসেম্বর মাসের শুরুর দিকে শীতের প্রবণতা কম হচ্ছে আবার অন্যদিকে শেষটা ফেব্রুয়ারি মাস ধরা হতো যেটা এখন মার্চের প্রথম সপ্তাহ নাগাদে গিয়ে ঠেকছে বলে জানান তিনি।

শীতের সময়কাল কম লক্ষ্য করছেন মিঃ মান্নানও। বৈশ্বিক উষ্ণায়নের কারণে গত কয়েক বছর ধরে ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহের পর শীত অনুভব হয় না তেমন। এমনকি, গত কয়েক বছরে জানুয়ারি মাসেও আমাদের এক্সপেক্টেশন অনুযায়ী শীতের অনুভূতি আসে নাই বলছিলেন তিনি।

এছাড়া শৈত্যপ্রবাহের ব্যাপ্তিকালেও পরিবর্তন লক্ষ্য করছেন আবহাওয়াবিদরা। শীতল রাত কত সময় ধরে চলবে সেদিকে ২০১৫ সালের পর থেকে পরিবর্তন হয়েছে বলে জানান মিঃ মল্লিক।

তিনি বলছিলেন কত সময় ধরে শৈত্যপ্রবাহ চলবে সেই হিসেবে তীব্র ও মাঝারি ধরণের শৈত্যপ্রবাহ কমে গেছে বলছিলেন তিনি। সে তুলনায় মৃদু শৈত্যপ্রবাহের সময়কালটা বেড়েছে জানাচ্ছিলেন তিনি।

সর্বনিম্ন তাপমাত্রার ভিত্তিতে অন্তত তিন দিন স্থায়িত্বকাল অনুযায়ী শৈত্যপ্রবাহকে শ্রেণিবিন্যাস করা হয়।

মৃদু ‑ ৮ ‑ ১০ ডিগ্রি
মাঝারি ‑ ৬‑৮ ডিগ্রি
তীব্র ‑ ৪‑৬ ডিগ্রি
অতি তীব্র ‑ ৪ ডিগ্রির নিচে

মৃদু শৈত্যপ্রবাহ এখন আগের তুলনায় বেশি সময় ধরে থাকছে এবং মাঝারি থেকে অতি তীব্র ধরণের তাপমাত্রার দিনসংখ্যা কমে আসছে বলে জানান মিঃ মল্লিক।

জানুয়ারি মাস নাগাদ সাধারণত একটি থেকে দুটি মাঝারি থেকে তীব্র ধরণের শৈত্যপ্রবাহের সম্ভাবনা থাকে যেটা এবারও থাকবে বলে মনে করা হচ্ছে।

তবে আবহাওয়ার ক্ষেত্রে পূর্বাভাস দেয়ার সমস্যার দিকও রয়েছে। যেমন মিঃ মল্লিক বলছিলেন ৭২ ঘণ্টা বা তিন দিন পর্যন্ত মোটামুটি সঠিক হিসেব পাওয়া যায়।

এরপর যত বেশি সময়ের হিসেব করা হয় তত সেটা পুরোপুরি সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা কমতে থাকে।

পাঁচ দিনের হিসেব করলে সেটা সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা ৭০ থেকে ৮০ শতাংশে নেমে আসে আর সাত দিন পর্যন্ত গেলে সেটা সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা ৫০ থেকে ৬০ শতাংশে নেমে আসে বলছিলেন মিঃ মল্লিক।

কোরআন পোড়ানো ঠেকাতে ডেনমার্কে নতুন আইন পাশ

ডেনমার্ক ঃ কোরআন পোড়ানোর ওপর নিষেধাজ্ঞা দিতে নতুন একটি আইন পাশ হয়েছে ডেনমার্কের পার্লামেন্টে।

‘কোরআন ল’ নামে পরিচিত হয়ে ওঠা এই বিলটিতে মূলত ধর্মীয় গ্রন্থ নিয়ে নিয়ে কোন ধরণের অসদাচরণের ওপর নিষেধাজ্ঞা দেয়া হয়েছে।

৯৪‑৭৭ ভোটে পাশ হওয়া ওই আইন অনুযায়ী দেশটিতে কেউ এখন এ ধরণের অপরাধ করলে তাকে অর্থদণ্ড কিংবা দু বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড ভোগ করতে হতে পারে।

ডেনমার্ক ও এর প্রতিবেশী সুইডেনে এ ধরণের ঘটনাকে কেন্দ্র করে সাম্প্রতিক সময়ে বেশ কয়েকবার প্রতিবাদ বিক্ষোভের ঘটনা ঘটেছে, যা স্ক্যান্ডিনাভিয়ান অঞ্চলের নিরাপত্তা ইস্যুতে উদ্বেগের জন্ম দিয়েছে।

তবে ডেনমার্কের ১৭৯ সদস্যের শক্তিশালী পার্লামেন্টে এ বিলটি নিয়ে উত্তপ্ত বিতর্ক হয়েছে। বিরোধী দলের অনেক এমপি বিলের বিরুদ্ধে যুক্তিতর্কে অংশ নেন। এটি মত প্রকাশের স্বাধীনতায় কোন বিধিনিষেধ কিনা, কিংবা বাইরে থেকে চাপিয়ে দেয়া কিনা তা নিয়ে ইতিহাস এজন্য আমাদের কঠিন ভাবে মূল্যায়ন করবে, ডেনমার্ক ডেমোক্র্যাট দলের নেতা ইনজার স্টজবার্গকে উদ্ধৃত করে বলেছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স।

তবে দেশটির মধ্য ডানপন্থী কোয়ালিশন সরকাররে প্রধানমন্ত্রী মেট্টে ফ্রেডারিকসেন বেছন ধর্মের সমালোচনা বৈধই থাকবে কারণ বিলটির প্রভাব হবে খুব সামান্যই।

গত অগাস্টে সরকার যখন আইনে এ ধরণের পরিবর্তন আনার প্রস্তাব করে তখন সরকারের মন্ত্রীরা বলেছিলেন যে বিদেশী দূতাবাসের সামনে কোরআন পোড়ানোসহ কিছু ঘটনায় বেশ কিছু বিক্ষোভের পর তারা বিশ্বকে একটি বার্তা দিতে চান।

ওই সময় দেশটির গোয়েন্দা সংস্থা সতর্ক করে বলেছিলো এ ধরণের ঘটনা সন্ত্রাসী হামলার ঝুঁকি বাড়িয়ে তুলছে। ডেনমার্কের প্রতিবেশী সুইডেনেও কোরআন পোড়ানোর কয়েকটি ঘটনা ঘটেছে। দেশটির নিরাপত্তা সংস্থা নিরাপত্তা ব্যবস্থার অবনতির আশঙ্কা প্রকাশ করেছে। গত জুলাইয়ে ইরাকে সুইডিশ দূতাবাসে আগুন দেয়ার ঘটনা ঘটেছে।

উদারপন্থী আইন এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতার কারণে ডেনমার্ক ও সুইডেন প্রকাশ্যে কোরআন পোড়ানোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে দ্বিধা করছিল। সুইডেন ১৯৭০ এর দশকে ব্লাসফেমি আইন বাতিল করে দেয়।

গত জুলাইয়ের শেষ নাগাদ কোরআন পোড়ানোর ঘটনার পরেই কোপেনহেগেন এ বিষয়ে কাজ করার সিদ্ধান্ত নেয়। মুসলিম দেশগুলোর সংগঠন ওআইসি যেসব দেশে কোরআন পোড়ানোর ঘটনা ঘটে তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়ার জন্য বলেছে সদস্য দেশগুলোকে।

এরপরই ডেনমার্কের বিচারমন্ত্রী আইনে পরিবর্তন আনার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে উঠেন। তবে এতে মৌখিক বা লিখিত মতামত বা ব্যঙ্গচিত্রকে কোনো টার্গেট করা হয়নি।

তখন তিনি বলেছেন ধর্মীয় লেখা পোড়ানো হলে সেটি কোন লক্ষ্য অর্জন করে না বরং শুধু বিভক্তি আর ঘৃণা ছড়ায়।

আপনার মত প্রকাশের অধিকারই আমাদের গণতন্ত্রের ভিত্তি। তবে আপনাকেও দায়িত্বশীল আচরণ করতে হবে, তখন উপপ্রধানমন্ত্রী জ্যাকব এলম্যান জেনসেন বলেছিলেন।

তিনি বলেন, কোরআন পোড়ানোর ঘটনাকে কেন্দ্র করে ডেনমার্কের জন্য নিরাপত্তা ঝুঁকি তৈরি হলে তারা চুপ করে বসে থাকতে পারেন না। সুইডেনের প্রধানমন্ত্রী উলফ ক্রিস্টারসন বলেছিলেন, স্টকহোম তার প্রতিবেশী দেশের মতো কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছে না, কারণ এতে করে সংবিধান সংশোধনের প্রয়োজন হতে পারে। তবে দেশটির বিচারমন্ত্রী জানিয়েছেন যে ‘পাবলিক অর্ডার ল’ রিভিউ করার একটি সিদ্ধান্ত তারা নিয়েছেন।

গত জুলাই মাসে ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেনে ইরাকের দূতাবাসের বাইরে কোরআনে আগুন দেয়ার ঘটনা ঘটে।

ড্যানিশ প্যাট্রিয়ট নামে একটি গোষ্ঠী এই ঘটনা ঘটালে তীব্র নিন্দা জানায় ইরাক ও কয়েকটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ। কট্টর ডানপন্থী ওই গোষ্ঠী ফেসবুকে এমন আরেকটি ঘটনার লাইভস্ট্রিমিং বা সরাসরি সম্প্রচার করে।

ওই ঘটনার পর প্রায় এক হাজার বিক্ষোভকারী বাগদাদে ডেনমার্ক দূতাবাসের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করে।

সুইডেনের রাজধানী স্টকহোমেও পরিকল্পিতভাবে একটি কোরআন পোড়ানোর ঘটনার পর জুলাই মাসেই বাগদাদে সুইডেনের দূতাবাসে আগুন ধরিয়ে দেয় বিক্ষোভকারী জনতা।

সে সময় তারা দূতাবাসের দেয়াল বেয়ে ভবনের ভেতরে প্রবেশ করে এবং আগুন দেয়। এক মাসের মধ্যে দ্বিতীয়বার কোরআন পোড়ানোর ঘটনার প্রতিবাদে বিক্ষোভ করে তারা।

ইসলাম ধর্মের বিশ্বাস মতে কোরআন হচ্ছে সৃষ্টিকর্তার বাণী এবং ইচ্ছাকৃতভাবে এর কোন ক্ষতি করা বা একে অসম্মান করাকে তারা মারাত্মক অপরাধ হিসেবে গণ্য করে।

ইসরাইল হামাসঃ গাজা সিটি ও খান ইউনিসে তীব্র সংঘর্ষ

ইসরাইল ঃ গাজা ভূখণ্ডের বৃহত্তম শহরে ইসরাইলি বাহিনী ও হামাস জঙ্গিদের মধ্যে বৃহস্পতিবার তীব্র সংঘর্ষ হয়েছে। চলমান যুদ্ধের হাত থেকে বাঁচতে আশ্রয়ের সন্ধানে হন্যে হয়ে ঘুরছে ফিলিস্তিনি বেসামরিক মানুষেরা। গাজা ভূখণ্ডের উত্তর প্রান্তের ছিটমহলে যুদ্ধ হয়েছে। এই অঞ্চল থেকে হামাসকে উৎখাত করতে প্রথম দিকে নজর ছিল ইসরাইলের। গাজার দক্ষিণাঞ্চলে খান ইউনিসেও সংঘর্ষ হয়েছে। যুদ্ধের অভিঘাত সম্প্রতি সেদিকেও সম্প্রসারিত হয়েছে। ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু বলেন, হামাসের গাজা অঞ্চলের প্রধান ইয়াহইয়া সিনওয়ারের ঘাঁটিকে ঘিরে ধরেছে ইসরাইলি বাহিনী এবং তাকে খুঁজে পাওয়া শুধু সময়ের ব্যাপার। যুক্তরাষ্ট্র ১৯৯৭ সালে হামাসকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করে। ইসরাইল, মিশর, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং জাপানও হামাসকে সন্ত্রাসী গোষ্ঠী হিসেবে বিবেচনা করে। এই যুদ্ধ বেসামরিক নাগরিকদের আরও দক্ষিণে কোণঠাসা করে দিয়েছে, জাতিসংঘের মানবিক কর্মকাণ্ড ব্যাহত করছে এবং ক্রমবর্ধমান ভয়াবহ পরিস্থিতি বিষয়ে লাগাতার উদ্বেগ বাড়িয়ে তুলছে। জাতিসংঘ জানিয়েছে, দক্ষিণ গাজার সীমান্তের কাছে অবস্থিত রাফাহতে সম্প্রতি কয়েক দিনে কয়েক হাজার মানুষ হাজির হয়েছে। জাতিসংঘ আরও বলেছে, উত্তরাঞ্চলে সহিংসতা বৃদ্ধির কারণে রাফাহ এলাকা এখন গাজার একমাত্র অংশ যেখানে এই সপ্তাহে সীমিত মাত্রায় মানবিক ত্রাণ সরবরাহ করা গেছে। এখানকার বাসিন্দা ও সাংবাদিকরা জানিয়েছে, রাতে একাধিক ইসরাইলি বিমান হামলা হয়েছে। হামাস পরিচালিত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, এই হামলায় অন্তত ৩৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। রাফাহ সংলগ্ন এলাকা থেকে রকেট ছোঁড়ার জন্য জঙ্গি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বৃহস্পতিবার অভিযোগ তুলেছে ইসরাইলি সামরিক বাহিনী।